



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের
কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৭২/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	V
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	২
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৬
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৮
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১০
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৪০

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২১টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২২/০৭/২০২২ বঙ্গাব্দ
২/২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয় হিসাব/ফান্ড/ইস্যু এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট (ইস্যুভিত্তিকসহ) পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (এশিয়াটিক)-এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি (প্রাইভেট) লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাস সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাস সাধারণ শেয়ার। এসো 'বি' ক্লাস সাধারণ শেয়ার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাস সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'-এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং 'বিপিসি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬' মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাস সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) নামে কোম্পানির নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং ৫০% এর মালিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি., ঢাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত ও বিদেশ হতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েল প্রসেসিং করে যানবাহনের ইঞ্জিন অয়েল তথা লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন করাই এর প্রধান কাজ ছিল। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটিকে ডিজেল অয়েল বিপণনের এবং কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগত বিমানসমূহে জেট ফ্যুয়েল সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বিটুমিন, এলপিজি ও ফার্নেস অয়েল বাজারজাত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

জনবল			কর্মরত						সর্বমোট
			স্থায়ী			অস্থায়ী			
কর্মকর্তা	কর্মচারী	সর্বমোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩(১+২)	৪	৫	৬(৫+৬)	৭	৮	৯(৭+৮)	১০(৬+৯)
২১৯	৩২১	৫৪০	৫৬	৭০	১২৬	১৩	২৩	৩৬	১৬২

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

- স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত ও বিদেশ হতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েল প্রসেসিং করে যানবাহনের ইঞ্জিন অয়েল তথা লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন করা।
- ডিজেল অয়েল বিপণন।
- কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগত বিমানসমূহে জেট ফ্যুয়েল সরবরাহ করা।
- বিটুমিন, এলপিজি ও ফার্নেস অয়েল বাজারজাত করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

- লুব্রিকেটিং অয়েল রেলিং এর পাশাপাশি বিটুমিন, এলপি গ্যাস এবং ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাহকদের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা,
- কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জেট ফ্যুয়েল সরবরাহ করা,
- দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ফার্নেস অয়েলের মজুদ সংকটের কথা বিবেচনা করে ফার্নেস অয়েল মজুদ কাঠামো নির্মাণের জন্য আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েল মজুদ করত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা,
- আমদানিকৃত ডিজেল অয়েল মজুদকরত গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক বাজারজাত করা।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

অর্থবছর ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রতিবেদন (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) :

বাজেটের প্রকৃতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছর		২০১৪-১৫ অর্থ বছর		২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৬-১৭ অর্থ বছর		২০১৭-১৮ অর্থ বছর		২০১৮-১৯ অর্থ বছর		২০১৯-২০ অর্থ বছর	
	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)
স্থায়ী পরিচালন	৫৮২.৯৭	৬,০৭.৫১	৬৬২.০৪	৬৬৫.৫৪	১১,৭৬.৩০	১১,৩৫.৬৩	১২,৮৪.৮৪	১২,৯৬.৪৩	১৯,৫৬.২৮	১৭,৫৪.৩৭	২১,৭৭.৩৩	২১,৬২.২১	২৮,০৮.৬৫	-
অন্যান্য পরিচালন	৪৮৬.৯৬	৪,৬৭.২৫	৭৭৬.৩৯	৭৭১.৬৪	১১,৭২.৭৬	১০,৩১.৪২	১১,৫৯.০৪	১১,৩৯.২৫	১২,৩৪.৪৪	১৩,৭২.৭৮	৩২,৬৯.৭৪	৩১,৫৪.১৩	২৪,৬৮.৪৫	-
মোট	১০,৬৯.৯৩	১০,৭৪.৭৬	১৪,৩৮.৪৩	১৪,৩৭.১৮	২৩,৪৯.০৬	২১,৬৭.০৫	২৪,৪৩.৮৮	২৪,৩৫.৬৮	৩১,৯০.৭২	৩১,২৭.১৫	৫৪,৪৭.০৭	৫৩,১৬.৩৪	৫২,৭৭.১০	

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির হিসাব, অগ্রিম, ক্রয়, ভৌত কাজ, নিয়োগ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার ওপর নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

- **অডিটের বিষয়বস্তু :** আয়কর-ভ্যাট, কোম্পানির হিসাব, অগ্রিম, ক্রয়, ভৌত কাজ, নিয়োগ, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয় ও বাজেট।
- **অডিট কৌশল :** রিস্ক এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভাউচারসমূহ যাচাই-বাছাই, বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা, বিভাগ বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি।
- **অডিট সময়কাল :** ১২-১০-২০২০ খ্রি. হতে ১১-১১-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়কালের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নিরীক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ২১ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪৭২,৭৪,০৮,৫৪৭/- (চারশত বাহাত্তর কোটি চুহাত্তর লক্ষ আট হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.৪%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- কোম্পানির উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ।
- ভৌত কাজে উচ্চ দর/ অতিরিক্ত কাজের জন্য এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূত পরিশোধের জন্য আর্থিক ক্ষতি।
- মামলা খরচ বাবদ পরিশোধজনিত অনিয়ম।
- আইনের ধারা লঙ্ঘন।
- আয়কর অধ্যাদেশ ও ভ্যাট বিধি লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

ডিডি	:	ডিমাল্ড ড্রাফট
ডিও	:	ডেলিভারি অর্ডার
জিএম	:	জেনারেল ম্যানেজার
এলডি	:	লিকুইডিটি ডেমারেজ
এলসি	:	লেটার অব ক্রেডিট
এওসিএল	:	এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
এম এ সি	:	ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি
পিএলসি	:	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
পিটিই	:	প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ
পিডব্লিউডি	:	পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট
এসএওসিএল	:	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	এলসি'র বিপরীতে ব্যয় প্রদর্শন করে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৬৩,০০,১১,৫৭৩/-
২	দাপ্তরিক প্রয়োজনের নামে Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৮৬,৭৪,৪৪,৪৫৭/-
৩	সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	২,২৩,০৬,০০০/-
৪	Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক অগ্রিম উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	২৩,১১,১১,৮৯৬/-
৫	এলসি'র বিপরীতে পেমেন্ট ভাউচারে উল্লেখিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকের অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	২,৫৫,১২,২১৪/-
৬	Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্টের নিজের প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত চেক জুন মাসে আদায় দেখিয়ে ব্যাংকে জমা না করে জুলাই মাসে ফেরত প্রদান করে অপ্রদর্শিত অনাদায়।	১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬/-
৭	আমদানিকৃত ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম বিটুমিনের কোন হিসাব না থাকায় অর্থ আত্মসাৎ।	৬৮,৫১,৬২,৬৪৫/-
৮	বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেড এর নিকট আমদানিকৃত বিটুমিন বিক্রয় দেখিয়ে আত্মসাৎ।	১,৫৬,৮৪,৩০০/-
৯	বিটুমিনের আমদানি খরচ অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় দুই বছরে কোম্পানির ক্ষতি।	৫,০৩,৫২,০৮০/-
১০	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় এবং ব্যয়ের স্বপক্ষে বিলের সাথে খরচের ভাউচার না থাকায় অর্থ আত্মসাৎ।	৭৮,০০,০০০/-
১১	লুব অয়েল/বিটুমিন আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	১,৮৪,৩৯,৫৬৫/-
১২	কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধ করায় কোম্পানির ক্ষতি।	৩৮,৪৬,৩৭০/-
১৩	এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েলের মূল্য বিভিন্ন ভাউচার/চেক রেজিস্টারে বিভিন্ন ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে চেকে পরিশোধ দেখিয়ে উক্ত চেকের অর্থ প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৪,৭৭,৭২,৮৫২/-

১৪	মামলার খরচ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬২,৯৩,৭৫০/-
১৫	চীন হতে ক্রয়কৃত ৫টি পাম্প ব্যবহার না করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	৬৪,৮৬,১৬১/-
অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১৬	পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা উচ্চদরে কার্য সম্পাদন করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,০৪,১৭,৩৪৩/-
১৭	এলসি'র মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত লিফটের অস্তিত্ব নেই।	৪১,৭২,৪০০/-
১৮	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত ক্যাজুয়াল নিয়োগ প্রদান করায় অনিয়ম।	-
১৯	কার্য সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অগ্রিম অর্থ প্রদান ও কাজ বাতিল হওয়ায় ক্ষতি।	৯৩,০২,২৩৬/-
২০	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে জমি ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ১১,৭২,১২,৩৪০/-টাকা এবং সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪০,৬৫,৪৮০/- টাকা সহ মোট ক্ষতি ১৩,১২,৭৭,৮২০/- টাকা।	১৩,১২,৭৭,৮২০/-
২১	একই স্থানে একই কাজ দুইবার সম্পাদন করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	৭৪,০২,৮৯৯/-
	মোট টাকা =	৪৭২,৭৪,০৮,৫৪৭/-
	কথায় : চারশত বাহাত্তর কোটি চুহাত্তর লক্ষ আট হাজার পঁচাত্তর সাতচল্লিশ টাকা মাত্র।	

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং- ০১

শিরোনাম :

এলসি'র বিপরীতে ব্যয় প্রদর্শন করে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ ৬৩,০০,১১,৫৭৩ (তেষটি কোটি এগার হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে লুব বেইজ অয়েল আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বিদেশী প্রতিষ্ঠান গালফ পেট্রোকেম পিটিই ও গালফ পেট্রোলিয়াম পিএলসি এর নামে Non Account Payee চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করায় ৬৩,০০,১১,৫৭৩ টাকা আত্মসাৎ হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর ব্যাংক বুক, চেক রেজিস্টার, পেমেন্ট রেজিস্টার, ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লুব বেইজ অয়েল আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গালফ পেট্রোকেম পিটিই/গালফ পেট্রোলিয়াম পিএলসি এর নামে Non Account Payee চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এলসি সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন হয়, ফ্রোতার ব্যাংক হিসাব হতে বিক্রোতার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর হয়। এক্ষেত্রে চেক ইস্যু করার কোন প্রয়োজন হয়না। সুতরাং লুব বেইজ অয়েল ক্রয় বাবদ এলসি কাজে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক ইস্যু এবং সেই চেকের অর্থ নগদে উত্তোলনের বিষয়টি প্রশংবিদ্ধ।
- চেক ইস্যুর স্বপক্ষে প্রস্তুতকৃত পেমেন্ট ভাউচারের সাথে ক্রয়ের কোন ইনভয়েস বা ক্রয় ভাউচার পাওয়া যায়নি। চেক গ্রহণের স্বপক্ষে কোথাও গ্রহীতার স্বাক্ষর নাই। নমুনা হিসেবে তিনটি ব্যাংকের ৫৯টি চেক (মেঘনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখার ১৪টি, আইএফআইসি ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখার ৩৬টি ও ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখার ৯টি) এর বিষয়ে তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পত্র দেওয়ার প্রেক্ষিতে 'এসব চেকের অর্থ গালফ পেট্রোকেমিক্যালস/গালফ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর অনুকূলে ইস্যুকৃত নয় বরং নগদে উত্তোলিত' মর্মে ব্যাংক কর্তৃক জানানো হয়েছে এবং প্রমাণক হিসেবে কিছু চেকের অনুলিপি ব্যাংক হতে নিরীক্ষা দলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অনুলিপিসমূহের বিপরীত পৃষ্ঠায় উত্তোলনকারীর স্বাক্ষর হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এসএওসিএলের কিছু কর্মকর্তা এসব চেকের অর্থ নগদে উত্তোলন করেছেন।
- যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ব্যাংকিং লেনদেন ডিডি, পে অর্ডার অথবা একাউন্ট পে-ই চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, গালফ পেট্রোকেম/গালফ পেট্রোলিয়াম এর নামে ইস্যুকৃত চেকের অর্থ কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক নগদে উত্তোলন করায় উক্ত আত্মসাৎের ঘটনা ঘটেছে।
- কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিচালক (অর্থ), বিপিসি ও বেসরকারি অংশীদার জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে Management Advisory Committee (MAC) গঠন করা হয়েছে। মেমোরেডাম অব আর্টিকেল এর ৭২ নং ধারা ও পরিচালনা পর্ষদের ২০০৯ সালের ৩২২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী MAC এর পরামর্শ ছাড়া এ ধরনের কোন খরচের মঞ্জুরী সম্ভব নয়। MAC-এর তৎকালীন সভাপতি ছিলেন জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ। কিন্তু কোন আর্থিক কর্মকাণ্ডে পরিচালক (অর্থ), বিপিসি'র কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে এরূপ কোন কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডে সরকারি সদস্যের কোন প্রকার স্বাক্ষর না থাকা নিরীক্ষায় অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, কোন স্তরের কর্মকর্তার কত টাকার চেক ইস্যু করার ক্ষমতা তা কোম্পানির আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনে উল্লেখ করা নাই এবং তা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়নি। এ সুযোগে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামাফিক পরিমাণের চেক ইস্যু করেছে, যা বর্ণিত অর্থ আত্মসাৎের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে অর্থ উত্তোলন করে ৬৩,০০,১১,৫৭৩ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১]।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব, কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য, (MAC) প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ ও তৎকালীন জিএম জনাব মোহাম্মদ শাহেদের অপেশাদারী আচরণ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

লুব বেইজ অয়েল আমদানি সংক্রান্ত স্থানীয় খরচের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তাধীন আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

আলোচ্য বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে দুদকের তদন্তাধীন থাকলে যাবতীয় তথ্য ও নথি জন্ম থাকতো। আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত ভাউচারসমূহসহ যাবতীয় তথ্য কোম্পানি হতে সংগৃহীত। সুতরাং ইহা দুদকের তদন্তাধীন কিনা তা প্রমাণিত নয়। সর্বোপরি বিষয়টি মামলাধীন নয়। কর্তৃপক্ষ আপত্তির বিষয়ে প্রকৃত তথ্যমূলক কোনো জবাব প্রদান করেনি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক কর্মকাণ্ডে সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যিক। যথাযথ দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম :

দাপ্তরিক প্রয়োজনের নামে Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ ৮৬,৭৪,৪৪,৪৫৭ (ছিয়াশি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত সাতান্ন) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাপ্তরিক প্রয়োজন দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট, MAC-কে ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনিয়মিতভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। অগ্রিম ফেরত হিসেবে তার নিকট হতে চেক গ্রহণ করে ব্যাংকে জমা না করে পরবর্তী অর্থবছরে তাঁকে চেক ফেরত প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের ৮৬,৭৪,৪৪,৪৫৭ টাকা আত্মসাতের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক বই, চেক রেজিস্টার, ফেরত ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক বইতে কোম্পানির বেসরকারি অংশীদার ও প্রতিষ্ঠানের MAC প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ দাপ্তরিক প্রয়োজন দেখিয়ে এসএওসিএল হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ অগ্রিম হিসেবে চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। চেক গ্রহণের পক্ষে কোন স্বাক্ষর করা হয়নি। খরচের কোন ভাউচার কিংবা কি ধরনের কাজ করা হয়েছে, কোন কোন খাতে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে, তার কোন তথ্যাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। এ কার্যালয়ের কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার চেক ইস্যু করার ক্ষমতা কি পরিমাণ, তা বিপিসি বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় নাই। এর ফলে একই ব্যক্তির নামে এক চেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অগ্রিমসমূহের অর্থ পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়নি। জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক গৃহীত অগ্রিমসমূহ অর্থবছরের শেষপ্রান্তে তাঁর ব্যাংক একাউন্টের চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যাংক বুক চেক গুলো জমা দেখালেও প্রকৃতপক্ষে জমার ডিপোজিট স্লিপে কোম্পানি ও ব্যাংকের কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষর না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ চেকগুলো কোম্পানির ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন নাই। চেকসমূহের কোন অনুলিপি সংরক্ষণ না করেই ডিজঅনার হয়েছে মর্মে রিটার্ন ভাউচারে উল্লেখপূর্বক জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদকে চেকগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান। নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা, ১৩৮এ দেনাদার কর্তৃক চেকে পরিশোধের ক্ষেত্রে তার ব্যাংক একাউন্টে চেকের পরিমাণ অর্থ না থাকার কারণে চেক ব্যাংক কর্তৃক ডিজঅনার করা হলে দেনাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২]।

অনিয়মের কারণ :

নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা, ১৩৮ মোতাবেক মামলা না করা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব, সুনির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা না থাকা, যাচাই-বাছাই না করে অগ্রিম প্রদান এবং কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অগ্রিম ইতোমধ্যে সমন্বিত এবং বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তাধীন অবস্থায় আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

আলোচ্য বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে দুদকের তদন্তাধীন উল্লেখ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। সর্বোপরি বিষয়টি মামলাধীন নয়। কর্তৃপক্ষ আপত্তিকৃত অগ্রিম সমন্বয়ের বিষয়ে প্রমাণকসহ প্রকৃত তথ্যমূলক কোনো জবাব প্রদান করেনি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

চেক ডিজঅনারের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আদায়যোগ্য অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম :

সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ ২,২৩,০৬,০০০ (দুই কোটি তেইশ লক্ষ ছয় হাজার) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে পণ্য ক্রয় বাবদ Non Account Payee চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে ২,২৩,০৬,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর ব্যাংক বুক, চেক রেজিস্টার, পেমেন্ট রেজিস্টার, পেমেন্ট ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিটুমিন ক্রয় বাবদ সরকারি প্রতিষ্ঠান মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও যমুনা অয়েল কো: লি: এর অনুকূলে যথাক্রমে ইউসিবিএল ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়ার দুটি Non Account Payee চেক ইস্যু করা হয়েছে। চেক ইস্যুর স্বপক্ষে প্রস্তুতকৃত পেমেন্ট ভাউচারের সাথে ক্রয়ের কোন ইনভয়েস বা ক্রয় ভাউচার পাওয়া যায়নি। চেক গ্রহণের স্বপক্ষে কোথাও গ্রহীতার স্বাক্ষর নাই।
- যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ব্যাংকিং লেনদেন ডিডি, পে অর্ডার অথবা Account Payee চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নামে ইস্যুকৃত চেকের অর্থ মীর মো: সাইফুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি নগদে উত্তোলন করেছেন। উত্তোলিত অর্থ কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন তথ্য নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয় নাই, যা অর্থ আত্মসাৎ হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক লিখিতভাবে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে চেকের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানালে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এরূপ কোন চেক পায়নি মর্মে লিখিতভাবে জানিয়েছে। পক্ষান্তরে, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক এরূপ কোন চেক পায়নি মর্মে মোবাইল ফোনে জানিয়েছে।
- কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিচালক (অর্থ), বিপিসি ও বেসরকারি অংশীদার জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে Management Advisory Committee (MAC) গঠন করা হয়েছে। কিন্তু, কোন আর্থিক কর্মকাণ্ডে পরিচালক (অর্থ), বিপিসি'র কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে এরূপ কোম্পানি আর্থিক কর্মকাণ্ডে সরকারি সদস্যের কোন প্রকার স্বাক্ষর না থাকা নিরীক্ষায় অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক মনে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোন স্তরের কর্মকর্তার কত টাকার চেক ইস্যু করার ক্ষমতা, তা কোম্পানির আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনে উল্লেখ করা নাই। এ সুযোগে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামাফিক পরিমাণের চেক ইস্যু করেছে, যা অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩]।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব, সুনির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা না থাকা এবং কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

Non Account Payee চেক ইস্যু করার জন্য প্রাক্তন বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাবের সাথে কোন প্রমাণক প্রদান করা হয়নি। চেক অনুমোদনের ভাউচারে জিএম/প্রেসিডেন্ট, MACএর স্বাক্ষর রয়েছে। জিএম ও MAC প্রেসিডেন্ট চেক স্বাক্ষর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। Non Account Payee চেক ইস্যুর জন্য তারা দায়ী। তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

চেকের অর্থ উত্তোলনের পর কোন হিসাবে জমা করা হয়েছে বা কাকে প্রদান করা হয়েছে, তা উদ্ঘাটনসহ চেক স্বাক্ষরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিএম ও MAC প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম :

Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক অগ্রিম উত্তোলন করে ২৩,১১,১১,৮৯৬ (তেইশ কোটি এগার লক্ষ এগার হাজার আটশত ছিয়ানকই) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর MAC প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক ২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অগ্রিম হিসেবে উত্তোলিত ২৩,১১,১১,৮৯৬ টাকা ফেরত প্রদান বা সমন্বয় না করায় উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর অগ্রিম রেজিস্টার ক্যাশ বহি, লেজার বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, চেক রেজিস্টার, বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, MAC এর প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ ২০১২-২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে অত্র প্রতিষ্ঠান হতে পরিশিষ্টে উল্লিখিত মোট ১২৮টি লেনদেনের মাধ্যমে নিজ নামে অগ্রিম হিসেবে চেক মারফত ২৩,১১,১১,৮৯৬ টাকা উত্তোলন করেছেন, যা নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সমন্বয় করা হয়নি। প্রতি বৎসর ৩০ শে জুন এর মধ্যে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় ভাউচার বা নগদ জমার মাধ্যমে সমন্বয় করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোম্পানির কোন আর্থিক সীমা নির্ধারণ করা নাই।
- এসএওসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্ট, MAC, প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহেদ, মহাব্যবস্থাপক, জনাব ছিদ্দিকুর রহমান, ম্যানেজার (প্রোডাকশন ও অপারেশন), জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, ম্যানেজার (হিসাব ও অডিট)-এই ৪ জনের যেকোন ২ জনের স্বাক্ষরে যেকোন পরিমাণের টাকা উত্তোলন করা যাবে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যোগসাজশে উক্ত টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে তাই দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাদের নিকট হতে উত্তোলিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪]।

অনিয়মের কারণ :

আর্থিক ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ না করা এবং উত্তোলিত অগ্রিম সমন্বয় না করা।

প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উল্লিখিত ৪ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক উক্ত আর্থিক বছরগুলোতে চেকের স্বাক্ষরকারী ছিল না উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে লুব বেইজ অয়েল, এডিটিভস ও অন্যান্য কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে স্থানীয় খরচ ব্যয় হিসাবে নির্বাহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তাধীন অবস্থায় আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

আমদানির বিপরীতে স্থানীয় খরচ বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা জবাবে স্পষ্ট করা হয়নি। MAC প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের নামে অগ্রিম উত্তোলন করা নিরীক্ষায় সন্দেহজনক প্রতীয়মান হয়। ৪ জন চেক স্বাক্ষরকারী নিযুক্ত করে এভাবে অগ্রিম উত্তোলনসহ অর্থ আত্মসাৎের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত অর্থ আদায়পূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম :

এলসি'র বিপরীতে পেমেন্ট ভাউচারে উল্লিখিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকের অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ ২,৫৫,১২,২১৪ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বার হাজার দুইশত চৌদ্দ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এলসির বিপরীতে চেক ইস্যু এবং পেমেন্ট ভাউচারে উল্লিখিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে ভুয়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকের অর্থ উত্তোলন করে ২,৫৫,১২,২১৪/- আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর ব্যাংক বই, চেক রেজিস্টার, পেমেন্ট ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্যাশবই ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন প্রকার দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে উৎপাদন সহায়ক পণ্য এ্যাডিটিভস, লুব অয়েল ও এইচ আর প্লেট ক্রয় করা হয়েছে। ভাউচার নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফাস্ট এন্টারপ্রাইজ ও এনজেওএনজে প্রাইভেট লি: হতে এ্যাডিটিভস, জিপি গ্লোবাল এ প্যাক প্রাইভেট লি: হতে লুব বেইজ অয়েল এবং স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্স হতে এইচ আর প্লেট এলসি এর মাধ্যমে আমদানি করা হয়। অধিকাংশ ভাউচারে কোন এলসি নম্বর উল্লেখ করা হয়নি। এলসি সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকিং চ্যানেলে (ব্যাংক টু ব্যাংক) লেনদেন হয়, ফ্রেতার ব্যাংক হিসাব হতে বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর হয়। এক্ষেত্রে চেক ইস্যু করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং এ্যাডিটিভস, লুব অয়েল ও এইচআর প্লেট ক্রয় বাবদ এলসি কাজে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক ইস্যু করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।
- চেক রেজিস্টার, ব্যাংক বই ও পেমেন্ট ভাউচার যাচাই করে দেখা যায় যে, এ্যাডিটিভস, লুব অয়েল ও এইচআর প্লেট আমদানি বাবদ সরবরাহকারী ফাস্ট এন্টারপ্রাইজ, স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্স, জিপি গ্লোবাল এ প্যাক এবং এনজেওএনজে এর অনুকূলে ৫টি চেক ইস্যু করা হয়। অথচ ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে পাওয়া যায়, উক্ত চেক ৫টির ১ম ৩টির অর্থ গোল্ডেন সিফাত এন্টারপ্রাইজ, আজহার টেলিকম ও মদিনা কোয়ালিটি এর একাউন্টসমূহে টাকা ক্রিয়ারিং হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি চেকের অর্থ নগদে উত্তোলন করা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত।
- পেমেন্ট ভাউচারে প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার স্বাক্ষর নাই। হিসাব বিভাগের প্রধান ও জিএম এর স্বাক্ষর রয়েছে। চেক গ্রহণের স্বপক্ষে ফাস্ট এন্টারপ্রাইজ, স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্স, জিপি গ্লোবাল এ প্যাক প্রাইভেট লি: এবং এনজেওএনজে প্রাইভেট লি: এর প্রতিনিধি এবং উত্তোলনকারী কর্মকর্তার কোন স্বাক্ষর নাই।
- প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খরচ প্রাথমিকভাবে জেভি ০৮(জার্নাল ভাউচার) তে পোস্টিং দিয়ে হিসাবায়ন শুরু করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে সাধারণ খতিয়ানে (জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করে হিসাব সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে পেমেন্ট ভাউচারে ব্যয় দেখিয়ে চেক ইস্যু করা হলেও জেভি ০৮ ও জেনারেল লেজারে কোন পোস্টিং দেয়া হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আদৌ কোন এলসি খোলা হয়নি।
- এভাবে জাল এলসির বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে চেক ইস্যু করে প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে ভুয়া সরবরাহকারীর একাউন্টে টাকা স্থানান্তর করায় ২,৫৫,১২,২১৪/- আত্মসাৎ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]।

অনিয়মের কারণ :

আর্থিক শৃঙ্খলার অভাব, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, পরিচালনা পর্যদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব, কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আপত্তিতে উল্লিখিত খরচসমূহ এলসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামালের চালানের বিপরীতে মার্কেটিং খরচ, যা JOB CASTING করার সুবিধার্থে এলসি নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এলসিগুলো ভুয়া নয়। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষামত্ব্য :

জবাবের সাথে প্রমাণক হিসেবে এলসি'র কাগজপত্র দেয়া হয়নি। মার্কেটিং খরচের জন্য পণ্য সরবরাহকারীর অনুকূলে চেক ইস্যু করা গ্রহণযোগ্য নয়। ইস্যু ভাউচারে নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার স্বাক্ষর নাই। লুব বেইজ অয়েল এলসি এর হিসাব কোড [২১-৩৫-৬(সি)] এ মার্কেটিং খরচ বিধিসম্মত নয়। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

যথাযথ দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম :

Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্টের নিজের প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত চেক জুন মাসে আদায় দেখিয়ে ব্যাংকে জমা না করে জুলাই মাসে ফেরত প্রদান করায় অপ্রদর্শিত অনাদায়ি ১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬ (একশত চুরানব্বই কোটি ছেষট্টি লক্ষ এগার হাজার নয়শত ছিয়াশি) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা না করে আদায় বিবেচনাপূর্বক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে হিসাবভুক্ত করায় প্রতিষ্ঠানের ১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর আদায় রেজিস্টার, ব্যাংক বই, চেক রেজিস্টার, ফেরত ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৮ নং আইন) এর ধারা, ১০৫ মোতাবেক MAC প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এওসিএল) এর স্বত্বাধিকারী হওয়ায় তিনি বা এওসিএল এসএওসিএলের কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করতে পারেন না। আইনের এই ধারা লঙ্ঘন করে কোম্পানির অংশীদার হওয়া স্বত্বেও জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এওসিএল) এসএওসিএল হতে বাকীতে লুব্রিকেটিং অয়েল ক্রয় করার মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে উক্ত লুব্রিকেটিং অয়েল বাজারজাত করে এসএওসিএলকে পাওনা পরিশোধ করে। প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক বই হতে দেখা যায় যে, এওসিএল এসএওসিএলকে প্রতিবছর জুন মাসের শেষের দিকে বাকীতে লুব্রিকেটিং অয়েল ক্রয় বাবদ মূল্য পরিশোধের জন্য চেক প্রদান করে, কিন্তু চেকটি এসএওসিএল কর্তৃক ব্যাংকে জমা না করেই ব্যাংক বকে জমা দেখানো হয়। জেডি ০৭ (জার্নাল ভাউচার) এ এসএওসিএল এর ব্যাংক একাউন্টে চেকগুলো জমার বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও জমা স্লিপে জমা প্রদানকারীর স্বাক্ষর নাই এবং জমার স্বপক্ষে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষরও নাই। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, চেকগুলো আদৌ ব্যাংকে জমা করা হয়নি। অথচ পরবর্তী অর্থবছরে চেকগুলো ব্যাংক হতে প্রত্যাহাত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে কোম্পানি কর্তৃক এওসিএলের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই ফেরত ভাউচারের মাধ্যমে এওসিএল-কে ফেরত দেওয়া হয়, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের স্টেটমেন্ট যাচাই করে পরিশিষ্টে উল্লিখিত চেকসমূহের সমপরিমাণ অর্থ পরবর্তীতে জমা প্রদানের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এভাবে চেকের মাধ্যমে জালিয়াতি করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোম্পানির আয়/আদায় বৃদ্ধি করে দেখানো হয়েছে। এর ফলে চেক জালিয়াতির জন্য এওসিএল এর বিরুদ্ধে নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা, ১৪০ মোতাবেক মামলা না করে এসএওসিএল এর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা গোপন করে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। এভাবে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ও এওসিএলের অপকৌশল ও জালিয়াতির ফলে প্রকৃত আয় হতে বঞ্চিত হওয়ায় কোম্পানির ১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬/- অনাদায়ি রয়েছে। নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা, ১৪০এ দেনাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকে পরিশোধের ক্ষেত্রে তার ব্যাংক একাউন্টে চেকের পরিমাণ অর্থ না থাকার কারণে চেক ব্যাংক কর্তৃক ডিজঅনার করা হলে দেনাদার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬]

অনিয়মের কারণ :

কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর ধারা ১০৫ লঙ্ঘন করে অংশীদার কর্তৃক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা, ১৪০ মোতাবেক মামলা না করা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব এবং কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কোম্পানির অনাদায়ি পাওনা আদায়ের বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ অবহিত আছে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে, এওসিএল কর্তৃক প্রদত্ত চেক ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে এওসিএল এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং আদায়ের অগ্রগতি কি, তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ব্যাংকে চেক জমা না করা হয়ে থাকলে তার দায়দায়িত্ব নির্ধারণ অথবা চেক জমা করা হলে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এওসিএল এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম :

আমদানিকৃত ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম বিটুমিনের কোন হিসাব না থাকায় আত্মসাৎ ৬৮,৫১,৬২,৬৪৫ (আটষটি কোটি একাত্ত লক্ষ বাষটি হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিটুমিনের আমদানি পরিমাণ ও বিক্রয় পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম, মজুদে যার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, আমদানি খরচের ভিত্তিতে যার মূল্য ৬৮,৫১,৬২,৬৪৫ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এলসি নথি, জেনারেল লেজার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিটুমিন বিক্রয় প্রতিবেদন, রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ সাল হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে এলসি এর মাধ্যমে সর্বমোট ৪,২৬,৫৬০ ড্রাম বিটুমিন আমদানি করে। তবে আমদানিকৃত বিটুমিনের কোন গোডাউন রিসিভ রিপোর্ট নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- আমদানিকৃত বিটুমিন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুরু থেকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাজারজাত করে আসলেও গত ২৫/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিটুমিন বাজারজাতের জন্য একটি অসম্পূর্ণ বিক্রয় চুক্তি করে বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডকে আমদানিকৃত বিটুমিনের একমাত্র বিক্রয়কারী হিসেবে মনোনীত করে। এ বিষয়ে বোর্ডের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। চুক্তিতে বিটুমিন বিক্রয়ের পদ্ধতি, বিক্রয়কারীকে বিটুমিন সরবরাহের পদ্ধতি এবং বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা নাই।
- গুদামের কোন স্টক রিপোর্ট নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। লাল গুদাম (পোর্ট কলোনী) ও রশিদ বিল্ডিং এলাকায় ২টি গুদাম সরেজমিনে পরিদর্শন করে পোর্টের সরকারি এলাকায় ও রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় বিটুমিনের ড্রামসমূহ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। গুদামের মালিক জনাব কালাম মাঝি জানিয়েছেন যে, তাকে মৌখিকভাবে বিক্রয় আদেশ দেওয়া হয়, লিখিত কোন ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) প্রদান করা হয় না। তিনি বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডকে বিটুমিন ড্রাম দিয়েছেন নাকি অন্য কাউকে দিয়েছেন তা নিশ্চিত করতে পারেননি। লাল গুদামের রক্ষককে প্রশ্ন করায় তিনি জানান যে, এওসিএল (MAC প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান) এর ডিও লেটারের প্রেক্ষিতে তারা বিটুমিন ডেলিভারি দেন। বিষয়টি গুদাম মালিককে অবহিত করলে তিনি ডিও-এর বিষয়টি অস্বীকার করেন।

কোম্পানি হতে সংগৃহীত এলসি প্রতিবেদন ও বিক্রয় প্রতিবেদন এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে একটি ঘাটতি বিবরণী নিম্নোক্ত হকে দেখানো হলো :

অর্থবছর	আমদানির পরিমাণ (ড্রাম)	মোট ক্রয়মূল্য (আমদানি খরচ)	বিক্রয়ের পরিমাণ (ড্রাম)	পার্থক্য (ড্রাম)	গোডাউনে রক্ষিত	হিসাব বিহীন পরিমাণ	
						ড্রাম	মূল্য
১	২	৩	৪	৫=(২-৪)	৬	৭=(৫-৬)	৮=(৩/২×৭)
২০১৩-১৪	৭,৭০০	৫,৯৭,৭১,৪৪৭	-	৭,৭০০	৬,৮৬৩		
২০১৪-১৫	৭৭,৬৬০	৪৭,১৪,৯০,১৮৬	৩৭,৬১৮	৪০,০৪২			
২০১৫-১৬	১,১৩,৩০০	৫৪,৫২,২৬,৭৪৬	৪৭,৫০৭	৬৫,৭৯৩			
২০১৬-১৭	১,০১,২০০	৪৪,১৭,১৫,২৫৬	৬১,২৪৮	৩৯,৯৫২			
২০১৭-১৮	৯৯,৬৬০	৪৯,১১,১২,৯৩৭	১,১৯,২৭২	-১৯,৬১২			
২০১৮-১৯	২৭,০৪০	১৬,৬৪,৭৩,৩২৩	১৯,৭২৭	৭,৩১৩			
সর্বমোট =	৪,২৬,৫৬০	২১৭,৫৭,৮৯,৮৯৫	২,৮৫,৩৭২	১,৪১,১৮৮	৬,৮৬৩	১,৩৪,৩২৫	৬৮,৫১,৬২,৬৪৫

উপরোক্ত ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর যে পরিমাণ বিটুমিন আমদানি করা হয় তার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিক্রয় হয়না এবং এই অবিক্রিত বিটুমিন গোডাউনেও সংরক্ষিত নাই। ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে ৪,২৬,৫৬০ ড্রাম বিটুমিন আমদানি করে। কিন্তু, একই সময়কালে ২,৮৫,৩৭২ ড্রাম বিক্রয় করে। সুতরাং ৪,২৬,৫৬০ – ২,৮৫,৩৭২ = ১,৪১,১৮৮ ড্রাম বিটুমিন গোডাউনে রক্ষিত থাকার কথা হলেও গোডাউনে রক্ষিত আছে মাত্র ৬,৮৬৩ ড্রাম। অর্থাৎ ১,৪১,১৮ – ৬,৮৬৩ = ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম বিটুমিন এর কোন হদিস সরেজমিনে গোডাউন পরিদর্শনে পাওয়া যায়নি, এমনকি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এর কোন হিসাব প্রদান করতে পারেননি। ফলে ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম বিটুমিনের মূল্য বাবদ ৬৮,৫১,৬২,৬৪৫/- আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ভান্ডার ব্যবস্থাপনার হিসাব সংরক্ষণ না করা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা এবং পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

নিরীক্ষায় বিটুমিনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়নি। ডেলিভারী অর্ডার ছাড়াই শুধু মৌখিক আদেশে মাল গুদাম থেকে বের করা হয়েছে। বিক্রয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি। মাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গোডাউন মালিকের উপর নির্ভর করা হয়েছে। লিখিত হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি। গ্রহিতার কোন স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়নি। এসব কারণে বিটুমিন চুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিষয়টির উপর তদন্ত করে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করত প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম :

বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেড এর নিকট আমদানিকৃত বিটুমিন বিক্রয় বাবদ ১,৫৬,৮৪,৩০০ (এক কোটি ছাশান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশত) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানিকৃত বিটুমিন বিক্রয় বাবদ চুক্তিবদ্ধ একমাত্র বিক্রয়কারীর নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ ১,৫৬,৮৪,৩০০ টাকা অনাদায়ি দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এলসি নথি, জেনারেল লেজার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিটুমিন বিক্রয় প্রতিবেদন, রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ ২০১৪-১৫ সাল হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে এলসি এর মাধ্যমে সর্বমোট ৪,২৬,৫৬০ ড্রাম বিটুমিন আমদানি করে। আমদানিকৃত বিটুমিন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুরু থেকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাজারজাত করে আসলেও গত ২৫/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেড নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিটুমিন বাজারজাতের জন্য একটি অসম্পূর্ণ বিক্রয় চুক্তি করে বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডকে আমদানিকৃত বিটুমিনের একমাত্র বিক্রয়কারী হিসেবে মনোনীত করে। এ বিষয়ে বোর্ডের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক এই বিটুমিন বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। চুক্তিতে বিটুমিন বিক্রয়ের পদ্ধতি, বিক্রয়কারীকে বিটুমিন সরবরাহের পদ্ধতি এবং বিক্রয়সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা নাই। বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে কোন ডেলিভারী অর্ডার (ডিও) দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মৌখিক বা টেলিফোনিক অর্ডারে গোড়াউন মালিকের প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানির কোন প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়াই বিটুমিন ডেলিভারি দেওয়া হয় মর্মে জানা গেছে। বিক্রয়কারীর নিকট হতে কোন রিসিভ লেটার/স্বাক্ষর নেওয়া হয়না। বিটুমিন ডেলিভারীর হিসাব মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে বিক্রয়কারীর কোন সম্মতিমূলক স্বাক্ষর নাই।
- বিটুমিনের বাজারমূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে, বিক্রয়কারী কি পরিমাণ কমিশন বা সার্ভিস চার্জ পাবে, বিক্রয়কারী বিটুমিনের মূল্য কিভাবে কত দিনের মধ্যে কোম্পানিকে পরিশোধ করবে, বিক্রয় সম্পাদনে অসমর্থ হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তার কিছুই বিক্রয় চুক্তিতে উল্লেখ করা নাই। এই সুযোগে বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেড কোম্পানির নিকট হতে বিটুমিন গ্রহণ করে বিক্রয় করা সত্ত্বেও ডিসেম্বর/২০১৯ মাস হতে কোম্পানিকে কোন অর্থ পরিশোধ করছে না। ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডের নিকট ৩,৯৯৬ ড্রাম বিটুমিনের মূল্য অনাদায়ি রয়েছে। প্রতি ড্রামের মূল্য ৩,৯২৫/- হিসেবে যার মোট মূল্য ৩,৯৯৬ × ৩,৯২৫=১,৫৬,৮৪,৩০০ টাকা। বিপুল পরিমাণ টাকা অনাদায়ি থাকায় গত ২৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে কোম্পানির বিক্রয় কর্মকর্তা জনাব মো: সাইফুল ইসলাম দীর্ঘ এক বছর পর কর্তৃপক্ষের নিকট মৃত ব্যক্তি প্রাক্তন জিএম মোহাম্মদ শাহেদের উপর দায় চাপিয়ে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে পত্র দেন।
- বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডের স্বত্বাধীকারী শ্রী শুভাশীষ বোস মোবাইলে নিরীক্ষা দলনেতা এবং সশরীরে নিরীক্ষা উপদলনেতাকে তার কাছে এসএওসিএলের কোন পাওনা নাই মর্মে অবহিত করেছেন।
- ফলে বর্ণালী লুব্রিকেন্টসের নিকট বিটুমিন বিক্রয় বাবদ প্রায় একবছর ধরে ১,৫৬,৮৪,৩০০ টাকা অনাদায়ি, যা আত্মসাৎ মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান।

অনিয়মের কারণ :

বর্ণালী লুব্রিকেন্টস লিমিটেডের সাথে যোগসাজশ, ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি, পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিষয়টির উপর তদন্ত করে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আত্মসাতের অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম :

বিটুমিনের আমদানি খরচ অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় দুই বছরে কোম্পানির ক্ষতি ৫,০৩,৫২,০৮০ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার আশি) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড(এসএওসিএল) এর ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিটুমিনের আমদানি খরচ অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় দুই বছরে কোম্পানির ৫,০৩,৫২,০৮০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর বিটুমিন এলসি নথি, জেনারেল লেজার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিটুমিন বিক্রয় প্রতিবেদন, রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এসএওসিএল কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ সাল হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত সময়কারে এলসি এর মাধ্যমে সর্বমোট ৪,২৬,৫৬০ ড্রাম বিটুমিন আমদানি করে। তবে আমদানিকৃত বিটুমিনের কোন গোডাউন রিসিভ রিপোর্ট নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি।
- কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত এলসি ও সেলস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে গড় আমদানি খরচ ও গড় বিক্রয় মূল্যের একটি ছক নিচে প্রদর্শন করা হলো:

অর্থবছর	এলসি পরিমাণ (ড্রাম)	আমদানি খরচ	গড় খরচ (ড্রাম প্রতি)	বিক্রয়ের পরিমাণ (ড্রাম)	মোট বিক্রয় মূল্য	গড় মূল্য (ড্রাম প্রতি)	গড়মূল্যের পার্থক্য	ক্ষতি (টাকা)
১	২	৩	৪=(৩/২)	৫	৬	৭=(৬/৫)	৮=(৪-৭)	৯=(৫×৮)
২০১৭-১৮	৯৯,৬৬০	৪৯,১১,১২,৯৩৭	৪,৯২৮	১,১৯,২৭২	৫৮,১৪,৫১,০০০	৪,৮৭৫	৫৩	৬৩,২১,৪১৬
২০১৮-১৯	২৭,০৪০	১৬,৬৪,৭৩,৩২৩	৬,১৫৭	১৯,৭২৭	৭,৭৪,২৮,৪৭৫	৩,৯২৫	২,২৩২	৪,৪০,৩০,৬৬৪
সর্বমোট=								৫,০৩,৫২,০৮০
কথায় : (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার আশি টাকা মাত্র)								

উপরোক্ত ছক হতে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালে আমদানি খরচ অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে বিটুমিন বাজারজাত করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির ৫,০৩,৫২,০৮০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব, সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ না করা এবং পরিচালনা পর্ষদের তদারকির অভাব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বিটুমিন আমদানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস এবং বিক্রয় রেজিস্টার যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ক্ষতির দায়দায়িত্ব নিরূপণ করে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম :

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় এবং ব্যয়ের স্বপক্ষে বিলের সাথে খরচের ভাউচার না থাকায় অর্থ আত্মসাৎ ৭৮,০০,০০০ (আটাত্তর লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যক্তির নামে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় এবং ব্যয়ের স্বপক্ষে বিলের সাথে খরচের ভাউচার না থাকায় ৭৮,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় চেক রেজিস্টার, পেমেন্ট রেজিস্টার, ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অগ্রিম রেজিস্টার, ব্যাংক বহি ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এলসি সংক্রান্ত বিবিধ কাজে ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস, জনাব রীতা চক্রবর্তী ও জনাব নারায়ন চক্রবর্তীকে একই তারিখে প্রত্যেককে ১টি করে চেকে ২৬ লক্ষ টাকা করে ব্যাংক এশিয়ার ৩টি চেক এর মাধ্যমে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	চেক/অগ্রিম গ্রহীতা	চেক নম্বর ও তারিখ এবং ব্যাংকের নাম	টাকা
১	ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস	০০০২৭৬৭; ১৬/০৬/১৪ ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখা	২৬,০০,০০০
২	রীতা চক্রবর্তী	০০০২৭৬৮; ১৬/০৬/১৪ ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখা	২৬,০০,০০০
৩	নারায়ন চক্রবর্তী	০০০২৭৬৯; ১৬/০৬/১৪ ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখা	২৬,০০,০০০
		সর্বমোট :	৭৮,০০,০০০
			কথায় : আটাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র।

- অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের কারণ এবং অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়নি।
- পেমেন্ট ভাউচারে চেক অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর নাই। কোন পর্যায়ে চেক অনুমোদনের ক্ষমতা কত তা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা নাই। চেক গ্রহীতা তিনজনই নগদে টাকা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু তারা কোনো প্রকার সমন্বয় ভাউচার দাখিল করেন নাই। পেমেন্ট বিলে ব্যয়ের স্বপক্ষে খরচের কোনো ভাউচার পাওয়া যায়নি।
- সুতরাং এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা এবং পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আপত্তিতে উল্লিখিত অগ্রিম সমন্বয় না হওয়ায় প্রাপ্তন বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় আছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে, মামলার প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

শিরোনাম :

লুব অয়েল/বিটুমিন আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ ১,৮৪,৩৯,৫৬৫ (এক কোটি চুরাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লুব অয়েল/বিটুমিন আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও ইউনাইটেড পেট্রোকেমিক্যালের নামে Non Account Payee চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে ১,৮৪,৩৯,৫৬৫/- আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর চেক রেজিস্টার, পেমেন্ট রেজিস্টার, ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লুব বেইজ অয়েল ও বিটুমিন আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও ইউনাইটেড পেট্রোকেমিক্যালের নামে Non Account Payee চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। যেমন, ইউনাইটেড অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বিটুমিন/লুব বেইজ অয়েল ক্রয় বাবদ এলসি সংক্রান্ত কাজে ইউনাইটেড অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নামে এনসিসি ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম এর ৩২,০০,০০০ টাকার চেক (চেক নম্বর ০৪০৩৬৬০, তারিখ : ১২-০৮-২০১৫ খ্রি.) ইস্যু করা হয়।
- এলসি সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকিং চ্যানেলে (ব্যাংক টু ব্যাংক) লেনদেন হয়, ফ্রেতার ব্যাংক হিসাব হতে বিফ্রেতার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর হয়। এক্ষেত্রে চেক ইস্যু করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং লুব বেইজ অয়েল/বিটুমিন ক্রয় বাবদ এলসি কাজে বিফ্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক ইস্যু এবং সেই চেকের অর্থ নগদে উত্তোলনের বিষয়টি বিধিসম্মত নয়।
- ইউনাইটেড অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও ইউনাইটেড পেট্রোকেমিক্যাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক ইস্যু করা এবং নগদে উত্তোলন করা সন্দেহজনক।
- চেক গ্রহণের স্বপক্ষে কোথাও গ্রহিতার স্বাক্ষর নাই। কিছু চেকের ক্ষেত্রে পেমেন্ট বিলে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর নাই।
- যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ব্যাংকিং লেনদেন ডিডি, পে অর্ডার অথবা Account Payee চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও, ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ২টির এর নামে ইস্যুকৃত চেকের অর্থ নগদে উত্তোলন করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী।
- কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিচালক (অর্থ), বিপিসি ও এসএওসিএল এর পরিচালক জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে Management Advisory Committee (M AC) গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো আর্থিক কর্মকাণ্ডে পরিচালক (অর্থ) বিপিসি'র কোনো স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে এরূপ কোনো কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডে সরকারি সদস্যের কোনো প্রকার স্বাক্ষর না থাকা নিরীক্ষায় অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক মনে হয়েছে।
- এভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে অর্থ উত্তোলন করে ১,৮৪,৩৯,৫৬৫ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭]।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, পরিচালনা পর্ষদ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিপিসি'র নজরদারীর অভাব এবং কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বেসরকারি প্রতিনিধিদের প্রাধান্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

লুববেইজ অয়েল ও বিটুমিন আমদানি সংক্রান্ত স্থানীয় খরচ/বিক্রয় খরচের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তাধীন রয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

আলোচ্য বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে দুদকের তদন্তাধীন থাকলে যাবতীয় তথ্য ও নথি জন্ম থাকতো। আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত ভাউচারসমূহসহ যাবতীয় তথ্য কোম্পানি হতে সংগৃহীত। সুতরাং ইহা দুদকের তদন্তাধীন কিনা তা প্রমাণিত নয়। সর্বোপরি বিষয়টি মামলাধীন নয়। কর্তৃপক্ষ আপত্তির বিষয়ে প্রকৃত তথ্যমূলক কোনো জবাব প্রদান করেনি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক কর্মকাণ্ডে সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যিক। আত্মসাতের যথাযথ দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম :

কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ৩৮,৪৬,৩৭০ (আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত সত্তর) টাকা পরিশোধ করায় কোম্পানির ক্ষতি।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুইজন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে এসএওসিএল এর ব্যাংক একাউন্ট হতে ৩৮,৪৬,৩৭০/- পরিশোধ করায় কোম্পানির ক্ষতি হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় চেক বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার ইত্যাদি যাচাইয়াত্তে দেখা যায় যে, Management Advisory Committee(MAC) এর প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ এবং জিএম জনাব মোহাম্মদ শাহেদ তাদের নিজ নিজ নামে মেটলাইফ আমেরিকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে (আলিকো) জীবন বিমা করেন এবং ২০১৬ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে এই বিমাসমূহের প্রিমিয়ামের টাকা কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট হতে পরিশোধ করা হয়েছে।
- লাইফ ইন্স্যুরেন্স যার নামে করা হবে তাহার নিজস্ব তহবিল/ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। কিন্তু তা না করে কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।
- জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, MAC এবং জনাব মোহাম্মদ শাহেদ, মহাব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ নামে ইন্স্যুরেন্স করে কোম্পানির অর্থ ব্যয় করেছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮]।

অনিয়মের কারণ :

কোম্পানির ব্যাংক হিসাব হতে বিধিবিহীনভাবে ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ খরচ নির্বাহ করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

কোম্পানি এবং ব্যক্তি দুইটি ভিন্ন সত্তা, তাই কোম্পানি বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে কোম্পানির অর্থ ব্যয় করার সুযোগ নেই। কর্তৃপক্ষ আপত্তির বিষয়ে প্রকৃত তথ্যমূলক কোনো জবাব প্রদান করেননি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৩

শিরোনাম :

এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েলের মূল্য বিভিন্ন ভাউচার/চেক রেজিস্টারে বিভিন্ন ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে চেকে পরিশোধ দেখিয়ে উক্ত চেকের ৪,৭৭,৭২,৮৫২ (চার কোটি সাতাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত বাহান্ন) টাকা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্তোলন করে আত্মসাৎ।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলসি এর বিপরীতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েলের মূল্য বিভিন্ন ভাউচার/চেক রেজিস্টারে বিভিন্ন ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে চেকে পরিশোধ দেখিয়ে উক্ত চেকের ৪,৭৭,৭২,৮৫২ টাকা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কর্মকর্তা কর্তৃক উত্তোলন করার মাধ্যমে কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এলসি সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকিং চ্যানেলে (ব্যাংক টু ব্যাংক) লেনদেন হয়, ক্রেতার ব্যাংক হিসাব হতে বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর হয়। এক্ষেত্রে চেক ইস্যু করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং এলসি কাজে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক ইস্যু এবং সেই চেকের অর্থ নগদে উত্তোলনের বিষয়টি নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ ভাউচার ও চেক রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, লুব বেইজ অয়েল আমদানির নামে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জিপি এ্যাপেক প্রাঃ লিঃ, স্টীড ফাস্ট ট্রেড, এনজেওএনজে প্রাঃ লিঃ ও ফাস্ট এন্টারপ্রাইজের অনুকূলে চেক ইস্যু করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, উক্ত চেকসমূহ এসএওসিএল-এর কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবু রেজা মাইনুল হক, মোহাম্মদ মাহমুদুল হক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মদিনা, আজাহার টেলিকম, গোল্ডেন সিফাত প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা উত্তোলন করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯]।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

চেকের স্বাক্ষরকারী কোনো কর্মকর্তা ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করেনি। এক্ষেত্রে কোম্পানির পূর্বের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিসাব বিভাগের প্রধানের নাম চেকে ব্যবহার করা হয়েছে। লুব বেইজ অয়েল আমদানি সংক্রান্ত স্থানীয় খরচের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

পরিশোধিত বিলে ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে অর্থ পরিশোধ করা হলেও চেক ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উক্ত অর্থ উত্তোলন করেছেন। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৪

শিরোনাম :

মামলার খরচ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৬২,৯৩,৭৫০ (ষাষ্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মামলার খরচ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ৬২,৯৩,৭৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএলএর অগ্রিম রেজিস্টার, ক্যাশ বহি, লেজার বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, চেক রেজিস্টার, বিল ভাউচার ইত্যাদি যাচাইয়াত্তে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত এই অফিসের বাহিরের ব্যক্তি জনাব অমর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট), জনাব শুবগত চৌধুরী (এ্যাডভোকেট)কে মামলার খরচ দেখিয়ে বিভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে উক্ত টাকা চেক মারফত প্রদান করা হয়েছে।
- মামলা পরিচালনার জন্য উক্ত টাকা ব্যয়ের কোনো প্রমাণক/খরচের বিবরণী অত্র অফিসে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া কোম্পানির কোন মামলার বিপরীতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, তারও কোনো বিবরণী পাওয়া যায়নি। কোম্পানির কয়টি মামলার বিপরীতে জনাব অমর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট) কে প্রতি মাসে ৪৫ হাজার টাকা হিসেবে জানুয়ারি/২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ৪৫ মাসে $৪৫,০০০ \times ৪৫ = ২০,২৫,০০০$ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে তাঁকে ৪০,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে, তার তথ্য নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয়নি। অমর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট) এর সাথে প্রতিষ্ঠানের কি চুক্তি হয়েছে তার কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে শুবগত চৌধুরী (এ্যাডভোকেট) কে ২,১৮,৭৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে উপরোক্ত দুইজন আইনজীবির নামে মোট $২০,২৫,০০০ + ৪০,৫০,০০০ + ২,১৮,৭৫০ = ৬২,৯৩,৭৫০/-$ পরিশোধ দেখানো হয়েছে।
- স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর পরিচালক পর্যদের ৩৭৯তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, Management Advisory Committee (MAC), প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহেদ, মহাব্যবস্থাপক, জনাব ছিদ্দিকুর রহমান, ম্যানেজার (প্রোডাকশন ও অপারেশন), জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, ম্যানেজার (হিসাব) এই ৪ জনের কোনো ২ জনের স্বাক্ষরে যেকোনো পরিমাণের টাকা উত্তোলন করা যাবে। MAC প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ এবং কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক জনাব প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহেদ কর্তৃক কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যোগসাজশে উক্ত টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো জবাব প্রদান না করায় আপত্তি স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ জড়িত অর্থ আদায় ও দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৫

শিরোনাম:

চীন হতে ক্রয়কৃত ৫টি পাম্প ব্যবহার না করায় কোম্পানির ৬৪,৮৬,১৬১ (চৌষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত একষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চীন হতে ব্যবহার অনুপযোগী ৫টি পাম্প ক্রয় করে কোম্পানির ৬৪,৮৬,১৬১ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর স্টক রেজিস্টার, লেজার বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, চেক রেজিস্টার, বিল ভাউচার, চালান, এলসি রেজিস্টার, পাম্প ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাদি যাচাইয়াতে দেখা যায় যে, সঠিক Need Assessment না করেই চীন হতে ব্যবহার অনুপযোগী ৫টিপাম্প ক্রয় করে কোম্পানির ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

- কোম্পানি কার্যালয়ের সূত্র নং-২৮.২৬.০০০০.০০৩.০১.০০১.১৮, তারিখ : ১৭/০৯/১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জনাব প্রলয় চক্রবর্তী, সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল সিভিল) কে Screw ৯০ কিলোওয়াট Pump এবং Centrifugal ৭৫ কিলোওয়াট Pump এর Preshipment Inspeccion এর জন্য চীনে প্রেরণ করা হয়। অথচ উক্ত Pump এর Preshipment Inspeccion এর জন্য প্রয়োজন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।
- এলসির মাধ্যমে চীন হতে ক্রয় করা ৫টি পাম্প ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার কারণে পাম্পগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় মংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পের কার্যালয়ে পড়ে আছে। তাই উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবারও ইটালি হতে আরো ৪টি ৩৭ কিলোওয়াট পাম্প ক্রয় করা হয়।
- অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ইন্সপেকশন করে চীন হতে ব্যবহার অনুপযোগী ৫টি পাম্প ক্রয় করে ব্যবহার না করায় সংস্থার ৬৪,৮৬,১৬১ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
- মংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত ৫টি পাম্প গত ১৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে কোম্পানির প্রকল্প কার্যালয়ে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাম্প ৫টির বিষয়ে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এর সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান যে, উক্ত পাম্পগুলি এসএওসিএল এর প্রধান অফিস ও মংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পে ব্যবহার উপযোগী নয়। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১]।

অনিয়মের কারণ :

অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ইন্সপেকশন করে চীন হতে ব্যবহার অনুপযোগী ৫টি পাম্প ক্রয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চীন গমন এবং পাম্প আমদানি করা হয়েছে, প্রস্তাবিত বিটুমিন প্ল্যাটে ব্যবহার করা হবে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

যে কাজের উদ্দেশ্যে পাম্প ক্রয় করা হয়েছে, তা ব্যাহত হয়েছে। বরং উক্ত কাজে নতুন করে কম ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প ক্রয় করে কোম্পানির অর্থ অপচয় করা হয়েছে। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৬

শিরোনাম :

পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা উচ্চদরে কার্য সম্পাদন করায় সংস্থার ক্ষতি ১,০৪,১৭,৩৪৩ (এক কোটি চার লক্ষ সতেরো হাজার তিনশত তেতাল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা উচ্চদরে কার্যসম্পাদন করায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে ১,০৪,১৭,৩৪৩/-।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর পূর্তকাজের পরিশোধিত বিল-ভাউচার, কার্যাদেশ, পরিমাপ বহি ও রোট সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- স্কাই মর্ডান হোমস্ প্রাইভেট লিমিটেড-কে Construction of 6 storied building with 2 storied voucher building at Mongla এর কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত পূর্তকাজে PWD Rate Schedule, ২০১৮ অপেক্ষা পরিশিষ্টে বর্ণিত ৪টি আইটেমে ৬৪% হতে ১২৪৮% পর্যন্ত উচ্চদরে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রতুন এসোসিয়েটসকে Civil work for Warehouse Shed at Main Installation Located Guptakhal, Patenga, Chittgong এর কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত পূর্ত কাজে PWD Rate Schedule, ২০১৮ অপেক্ষা পরিশিষ্টে বর্ণিত ৬টি আইটেমে ৮৫% হতে ১৭৭% পর্যন্ত উচ্চদরে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- মেসার্স স্টীল মার্ট বিল্ডিংস্ লিমিটেড-কে সীতাকুণ্ড ৫ তলা অফিস বিল্ডিং নির্মাণ কাজের আরসিসি কাজ করার অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত পূর্ত কাজে PWD Rate Schedule, ২০১৮ অপেক্ষা পরিশিষ্টে বর্ণিত ১০টি আইটেমে ৬২% হতে ১৮৫% পর্যন্ত উচ্চদরে Work Order প্রদান করা হয়েছে।
- উক্ত পূর্ত কাজ তিনটির রোট সিডিউলের বিষয়ে মৌখিকভাবে সংশ্লিষ্ট অফিসের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রলয় চক্রবর্তী, এসিসটেন্ট ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, PWD Rate Schedule, ২০১৮ এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২]।

অনিয়মের কারণ :

প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে PWD Rate Schedule, ২০১৮ ও বাজার দর অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পত্রিকায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান, বোর্ডের অনুমোদন ও প্রাক্কলন ব্যয় হতে নিম্নদরে দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাবে মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বোর্ডের অনুমোদনের কথা বলা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। প্রাক্কলিত ব্যয় হতে নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও PWD এর Rate Schedule, ২০১৮ এর চেয়ে অত্যধিক উর্ধ্বদরে কার্য সম্পাদন করে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

Rate Schedule, ২০১৮ এর অতিরিক্ত হারে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত কোম্পানির আর্থিক ক্ষতিজনিত কারণে জড়িত অর্থ আদায়সহ প্রয়োজনে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমজাতীয় আপত্তির পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৭

শিরোনাম :

এলসি'র মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত ৪১,৭২,৪০০ (একচল্লিশ লক্ষ বাহাশতর হাজার চারশত) টাকা মূল্যের লিফটের অস্তিত্ব নেই।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চীন হতে আমদানিকৃত ৪১,৭২,৪০০ টাকা মূল্যের লিফটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর এলসি রেজিস্টার, ইনভয়েস, চালান, স্টোর রেজিস্টার, ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি এলসি নং 303818010307 এর মাধ্যমে ৩টি লিফট আমদানি করে। বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে, একটি লিফট দীর্ঘ দিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় কোম্পানির অফিসে পড়ে আছে। অবশিষ্ট লিফট দুইটির অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী কেউ জবাব দিতে পারেননি। নথিপত্র, স্টোর রেজিস্টার বিশ্লেষণ এবং বাস্তব যাচাই করে লিফটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন, উপব্যবস্থাপক (প্রকৌশল ও পরিচালন) লিফট দুটি সম্পর্কে অবগত নন মর্মে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। উক্ত লিফট দুটির অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩]।

অনিয়মের কারণ :

আমদানিকৃত সম্পদের স্টক রেজিস্টার না রাখা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮

শিরোনাম :

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করায় অনিয়ম।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত ক্যাজুয়াল নিয়োগ প্রদান করে স্থায়ীকরণ করায় গুরুতর অনিয়ম সাধন করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রশাসনিক নথি, ব্যক্তিগত নথি ইত্যাদি যাচাই করে দেখা যায় যে, “স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্মকর্তা চাকরি নীতিমালা, ২০০১” শিরোনামে কোম্পানির একটি চাকরি নীতিমালা থাকলেও কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে এতে কিছু বলা নাই। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হলেও ক্যাজুয়াল নিয়োগ পদ্ধতি শিথিল করে রাখা হয়েছে।

- কোন কোন পদে সরাসরি নিয়োগ ও কোন কোন পদে ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগ করা যাবে তা উল্লেখ না থাকায় কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ক্যাজুয়াল নিয়োগ প্রদান করেছে। সরাসরি নিয়োগের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। বিধিমালায় সরাসরি নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকলেও তা লঙ্ঘন করে শুধুমাত্র আবেদনের ভিত্তিতে MAC কর্তৃক ক্যাজুয়াল নিয়োগ দিয়ে ৮৯ দিন পর স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- গত ০৩/১০/২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৪তম সভায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা সহকারে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও আজ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়নি। উক্ত নমুনা বিজ্ঞপ্তিতে সকল পদে বয়সসীমা ৩০ বছর উল্লেখ থাকলেও ক্যাজুয়াল নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমারেখা মানা হয়নি।
- নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি। যেমন: নবম শ্রেণি পাশ ব্যক্তি জনাব শহিদুল ইসলামকে সিনিয়র অফিসার (মেইনটেনেন্স) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- আবেদনের সাথে সংযোজিত যোগ্যতার বিভিন্ন সনদপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তীতে যাচাই করা হয়নি।
- নীতিমালার ৩(ক) ধারায় যোগদানের ৮৯ দিন পর একবছরের প্রবেশন পিরিয়ডে নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি।
- আবেদন গ্রহণের তারিখের পূর্বের তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮৯ দিন পর অস্থায়ী নিয়োগ না দিয়ে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার ৮৯ দিনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- নিয়োগের ক্ষেত্রে তৎকালীন জিএম ও কোম্পানি সচিব জনাব শাহেদের নিজ এলাকা ফেনীর লোকজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা স্বজনপ্রীতির ইজ্জিত বহন করে।
- নীতিমালার ৩(ক) ধারা মোতাবেক এ সকল অস্থায়ী নিয়োগের জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন আবশ্যিক হলেও তা নেয়া হয়নি।
- নিয়োগ পরবর্তীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও কোনো নির্ণায়ক না থাকায় ইচ্ছামত পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন, কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও এরূপ কিছু ব্যক্তিকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি। আবার মাত্র ২ বছরের মধ্যেই কাউকে কাউকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪]।

অনিয়মের কারণ :

৩৪৪ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অমান্য, সুনির্দিষ্ট নিয়োগ বিধিমালায় অভাব, পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ প্রদান।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও ট্রানজিট অফিস বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিধি বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অফিসের কর্মপরিধি ও ট্রানজিট অফিস বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় জনবল বিধি মোতাবেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা আবশ্যিক হলেও তা করা হয়নি। উল্লিখিত নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তি মোতাবেক দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৯

শিরোনাম :

কার্য সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অগ্রিম অর্থ প্রদান ও কাজ বাতিল হওয়ায় ক্ষতি ৯৩,০২,২৩৬ (তিরানবাই লক্ষ দুই হাজার দুইশত ছত্রিশ মাত্র) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাজ সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অগ্রিম অর্থ প্রদান ও কাজ বাতিল হওয়ায় ক্ষতি ৯৩,০২,২৩৬ টাকা।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর পরিশোধিত বিল ভাউচার, পূর্ত কাজের ডকুমেন্ট, খাতভিত্তিক খরচের বিবরণ, অগ্রিম রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঠিকাদার স্কাই মর্ডান হোমস প্রাইভেট লিমিটেড-কে কার্যাদেশ নং SAO-292, তারিখ : ২৭/১১/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে কার্যাদেশকৃত মূল্য ৪,৪৬,৪২,২১০ টাকায় কাজ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। দরপত্র আহবান না করে, কোন প্রকার চুক্তি ছাড়াই সরাসরি কার্যাদেশের মাধ্যমে মংলার ৬ তলা অফিস ভবন ও ২ তলা ভাউচার শেড এর নির্মাণ কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়, যা পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১ (১), (২) লঙ্ঘন।
- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার স্কাই মর্ডান হোমস প্রাইভেট লিমিটেডকে ৬টি চেকের মাধ্যমে ৯৩,০২,২৩৬ টাকা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হয়। দেখা যায় যে কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ করার মেয়াদ ২৭/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে শেষ হয়, তারপরও ঠিকাদারকে ০৮/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে ১৮,৬০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর বেসরকারির অংশের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার স্কাই মর্ডান হোমস প্রাইভেট লিমিটেডকে উক্ত কাজ করার অনুমোদন প্রদান করেন কিন্তু কোম্পানির সরকার পক্ষের কোন প্রতিনিধির উক্ত কাজের অনুমোদনের স্বাক্ষর নেই।
- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার স্কাই মর্ডান হোমস প্রাইভেট লিমিটেডকে যোগ্যতা ও কাজ করার অভিজ্ঞতার সনদ, TIN Certificate, Income Tax Certificate নথিতে না পাওয়ায় এটা প্রতীয়মান হয় যে কাজটি অনুমোদন প্রদান করার মাধ্যমে ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫]।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১(১) ও (২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঠিকাদার কাজের কিয়দংশ সম্পন্ন করে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। কতটুকু পরিমাণ অর্থের কাজ হয়েছে তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রদত্ত অর্থ ৯৩,০২,২৩৬ টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া চলছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকে ঠিকাদার অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে আনুকূল্য প্রদর্শন করে কোম্পানির ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয়/ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ২০

শিরোনাম :

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে জমি ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ১১,৭২,১২,৩৪০ টাকা এবং সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪০,৬৫,৪৮০ টাকা সহ মোট ক্ষতি ১৩,১২,৭৭,৮২০ (তের কোটি বার লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশত বিশ) টাকা।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে জমি ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ১১,৭২,১২,৩৪০ টাকা এবং সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪০,৬৫,৪৮০ টাকাসহ মোট ১৩,১২,৭৭,৮২০ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল এর ব্যাংক চেকবহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্যাশ বহি, পরিশোধিত বিল ভাউচার, জমি ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্রাদি ইত্যাদি যাচাইয়াত্তে দেখা যায় যে, এসএওসিএল এর নামে চট্টগ্রাম জেলার, সীতাকুন্ড থানার, নয়াখালী মৌজায় ৩৭২.৫০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়।
- উক্ত ক্রয়কৃত জমির সকল বায়া দলিল ও আর. এস পর্চায়, সি. এস পর্চায়, বি. এস পর্চায় এবং নামজারী ও জমাভাগ পর্চায় দেখা যায় যে, জমির শ্রেণি/ধরণ হচ্ছে পুকুর। দলিল দাতা মোঃ রফিকুল ইসলাম যে দলিল মূলে জমির স্বত্বাধিকার অর্জন করেছে, অর্থাৎ দলিল নং ১০১০ তাং ১৫-২-১৮ খ্রি./২২-২-১৮ খ্রি. এবং দলিল নং ৪০৭ তাং ২১-১-১৮ খ্রি./২২-০১-১৮ খ্রি. এতে জমির শ্রেণি উল্লেখ করা হয় পুকুর। অথচ স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লি. এর নামে উক্ত জমি মো. রফিকুল ইসলাম এর নিকট হতে রেজিস্ট্রি করার সময় জমির শ্রেণি/ধরণ উল্লেখ করা হয় না। স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লি. এর নামে উক্ত জমি মো. রফিকুল ইসলাম এর নিকট হতে ক্রয় করার পর নামজারী ও জমাভাগ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, এর নিকট প্রেরণ করলে, এসিল্যান্ড উক্ত জমির শ্রেণি/ধরণ হিসেবে পুকুর উল্লেখ করেন।
- সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী সীতাকুন্ড থানার নয়াখালী মৌজার উক্ত জমির প্রতি শতকের মূল্য ৫০,৩৩৬ টাকা। অথচ উক্ত পুকুর শ্রেণির জমির ক্রয় মূল্য দেখানো হয়েছে প্রতি শতক ৩,৬৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ শতক প্রতি (৩,৬৫,০০০ - ৫০,৩৩৬) = ৩,১৪,৬৬৪ টাকা বেশি মূল্যে ক্রয় দেখানো হয়েছে। মোট অতিরিক্ত মূল্য (৩,১৪,৬৬৪ × ৩৭২.৫০) = ১১,৭২,১২,৩৪০ টাকা। উক্ত জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লি. এর জি এম, মোহাম্মদ শাহেদ এবং স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লি. এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসাইন টাকা পরিশোধপত্রে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে জমি ক্রয় করায় সংস্থার ১১,৭২,১২,৩৪০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া জমির অতিরিক্ত মূল্য থেকে সরকারকে ট্যাক্স বাবদ ৪%, রেজিস্ট্রেশন ফি ২%, স্ট্যাম্প খরচ ৩%, স্থানীয় সরকার ফি ৩% অর্থাৎ মোট ১২% বা (১১,৭২,১২,৩৪০ × ১২%) = ১,৪০,৬৫,৪৮০ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ (১১,৭২,১২,৩৪০ + ১,৪০,৬৫,৪৮০) = ১৩,১২,৭৭,৮২০ টাকা। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬]।

অনিয়মের কারণ :

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দরে জমি ক্রয় ও রাজস্ব ফাঁকি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জমির মৌজা দর ও প্রকৃত মূল্য এক নয়। বাজার মূল্যে জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং মৌজা দরে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাজার মূল্য বলতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজার মূল্যকে বুঝায়। সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দরে জমি ক্রয় করে কোম্পানির বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে এবং রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ ও রাজস্ব আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ২১

শিরোনাম :

একই স্থানে একই কাজ দুইবার সম্পাদন করায় কোম্পানির ৭৪,০২,৮৯৯ (চুয়াত্তর লক্ষ দুই হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পূর্ত সংক্রান্ত একই কাজ দুইবার করায় কোম্পানির ৭৪,০২,৮৯৯ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এসএওসিএল ও মংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পে পূর্ত সংক্রান্ত পরিশোধিত বিল-ভাউচার ও তৎসংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পে পাম্প হাউজ নির্মাণের পূর্বেই তেলের ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। ট্যাংক হতে তেল অপসারণের জন্য প্রস্তুতকৃত পাম্পটির জন্য ভুল Drawing and Design করে ঠিকাদার ফ্রাই মর্ডানকে দিয়ে পাম্প হাউজটির ফ্লোর ট্যাংকের তুলনায় অনেক উপরে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পাম্প পরিচালনা সঠিকভাবে না হওয়ায় পাম্প হাউজটির ফ্লোর ভেঙে পরবর্তীতে পুনরায় নির্মাণ কাজ করা হয়। এতে প্রথম নির্মাণ বাবদ ব্যয়কৃত ১০,৮৪,০৫৯ টাকার সম্পূর্ণ অপচয় হয়।
- One Storied Boiler Room at SAOCL M.I. Chattogram নির্মাণ কাজে ঠিকাদার মেসার্স টেক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা ২৮,২৫,৯৯৬ টাকায় কাজটি সম্পন্ন করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। পরে তা ভেঙে উক্ত স্থানে ঠিকাদার CSI Construction Ltd কে Boiler Room at SAOCL M.I. Chattogram নির্মাণের Pre-fabricated কাজে ১,২১,৪৬,৩২০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে, তা বাতিল করে ঠিকাদার Steel Mark Building LTD কে ঐ একই কাজে ১,৫৬,৩৯,১৬৪ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ঠিকাদার স্টীল মার্ক বিল্ডিংসকে Pre-fabricated কাজে ১,৫৬,৩৯,১৬৪ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করায় পূর্বের কার্যাদেশ অপেক্ষা (১,৫৬,৩৯,১৬৪ - ১,২১,৪৬,৩২০) = ৩৪,৯২,৮৪৪ টাকা বেশি মূল্য পরিশোধ করা হয়। ফলে ক্ষতির মোট পরিমাণ (২৮,২৫,৯৯৬ + ৩৪,৯২,৮৪৪) = ৬৩,১৮,৮৪০ টাকা। সুতরাং উল্লিখিত কাজ দুইটি দুইবার করায় কোম্পানির সর্বমোট (১০,৮৪,০৫৯ + ৬৩,১৮,৮৪০) = ৭৪,০২,৮৯৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৭]।

অনিয়মের কারণ :

ভুল Drawing and Design, অতিরিক্ত পরিশোধ এবং একই কাজ দুইবার সম্পাদন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে, বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে বয়লার রুম, তিনতলা বিশিষ্ট বয়লার রুম সিভিল এবং স্টীল স্ট্রাকচারের কাজ আলাদা আলাদাভাবে করা হচ্ছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

একই কাজ দুইবার করার বিষয়ে জবাবে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। ভুল Drawing and Design, ভুল সিদ্ধান্ত এবং কাজে অবহেলার কারণে একই কাজ দুইবার সম্পাদন করায় কোম্পানির বিপুল অংকের অর্থের ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

একই কাজ দুইবার সম্পাদন করে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতিজনিত কারণে জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

তারিখ : ২৪/০০/২০২১ বঙ্গাব্দ
২৬/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

৬২০০
(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অফিস, ঢাকা
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩২৭৭৬৯।

দ্বিতীয় অংশ

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
১	এলসি'র বিপরীতে ব্যয় প্রদর্শন করে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	০১(১-৬)	৬৩,০০,১১,৫৭৩/-
২	দাপ্তরিক প্রয়োজনের নামে Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	০২	৮৬,৭৪,৪৪,৪৫৭/-
৩	সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচারে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৩	২,২৩,০৬,০০০/-
৪	Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্ট জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক অগ্রিম উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৪	২৩,১১,১১,৮৯৬/-
৫	এলসি'র বিপরীতে পেয়েন্ট ভাউচারে উল্লিখিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকের অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৫	২,৫৫,১২,২১৪/-
৬	Management Advisory Committee (MAC) এর প্রেসিডেন্টের নিজের প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত চেক জুন মাসে আদায় দেখিয়ে ব্যাংকে জমা না করে জুলাই মাসে ফেরত প্রদান করায় অপ্রদর্শিত অনাদায়।	৬	১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬/-
৭	আমদানিকৃত ১,৩৪,৩২৫ ড্রাম বিটুমিনের কোন হিসাব না থাকায় অর্থ আত্মসাৎ।	---	৬৮,৫১,৬২,৬৪৫/-
৮	বর্ণালী লুরিকেন্টস লিমিটেড এর নিকট আমদানিকৃত বিটুমিন বিক্রয় বাবদ আত্মসাৎ।	---	১,৫৬,৮৪,৩০০/-
৯	বিটুমিনের আমদানি খরচ অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় দুই বছরে কোম্পানির ক্ষতি।	---	৫,০৩,৫২,০৮০/-
১০	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় এবং ব্যয়ের স্বপক্ষে বিলের সাথে খরচের ভাউচার না থাকায় অর্থ আত্মসাৎ।	---	৭৮,০০,০০০/-
১১	লুব অয়েল/বিটুমিন আমদানির এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন করায় আত্মসাৎ।	০৭	১,৮৪,৩৯,৫৬৫/-
১২	কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধ করায় কোম্পানির ক্ষতি।	০৮	৩৮,৪৬,৩৭০/-
১৩	এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েলের মূল্য বিভিন্ন ভাউচার/চেক রেজিস্টারে বিভিন্ন ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে চেকে পরিশোধ দেখিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	০৯	৪,৭৭,৭২,৮৫২/-
১৪	মামলার খরচ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১০	৬২,৯৩,৭৫০/-
১৫	চীন হতে ক্রয়কৃত ৫টি পাম্প ব্যবহার না করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	১১	৬৪,৮৬,১৬১/-
১৬	পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা উচ্চদরে কার্য সম্পাদন করায় সংস্থার ক্ষতি।	১২	১,০৪,১৭,৩৪৩/-
১৭	এলসি'র মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত লিফটের অস্তিত্ব নেই।	১৩(১-৩)	৪১,৭২,৪০০/-
১৮	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিত ক্যাজুয়াল নিয়োগ প্রদান করায় অনিয়ম।	১৪	-
১৯	কার্য সম্পাদন ব্যতিত ঠিকদারকে অগ্রিম অর্থ প্রদান ও কাজ বাতিল হওয়ায় ক্ষতি।	১৫	৯৩,০২,২৩৬/-
২০	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে জমি ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ১১,৭২,১২,৩৪০/- টাকা এবং সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪০,৬৫,৪৮০/- টাকা সহ মোট ক্ষতি ১৩,১২,৭৭,৮২০/- টাকা।	১৬	১৩,১২,৭৭,৮২০/-
২১	একই স্থানে একই কাজ দুইবার সম্পাদন করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	১৭	৭৪,০২,৮৯৯/-
মোট টাকা =			৪৭২,৭৪,০৮,৫৪৭/-
কথায় : চারশত বাহাত্তর কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আট হাজার পঁচাত্তর টাকা মাত্র।			

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

অনুচ্ছেদ নং- ১ এর সারসংক্ষেপ

পরিশিষ্ট নং	অর্থবছর	আত্মসাতের পরিমাণ (টাকা)
১(১)	২০১৩-২০১৪	১০,৯৮,১৪,৫০০.০০
১(২)	২০১৪-২০১৫	১২,৯০,৫৭,৪২৫.০০
১(৩)	২০১৫-২০১৬	১৪,৪৩,১০,২১০.০০
১(৪)	২০১৬-২০১৭	২১,০০,৫৭,৩৯৫.০০
১(৫)	২০১৭-২০১৮	৩,৬৬,২৬,৭৪৬.০০
১(৬)	২০১৮-২০১৯	১,৪৫,২৯৭.০০
সর্বমোট		৬৩,০০,১১,৫৭৩.০০
কথায় : তেষটি কোটি এগার হাজার পাঁচশত তেয়াত্তর টাকা মাত্র।		

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০১

পরিশিষ্ট- ০১/১

অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪

এল সি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে নন একাউন্ট পে-ই চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন জনিত আত্মসাতের বিবরণী :

ক্র.ন.	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোলিয়াম পিএলসি		২৮	০৫-০৩-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৪১	২০,০০,০০০.০০
২	"		২৬	০৫-০৩-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৪৩	২০,০০,০০০.০০
৩	"		৭২	১১-০২-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৮৭	৯৬,১৫,০০০.০০
৪	"		৭৩	১১-০২-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৮৮	৯৭,৬০,০০০.০০
৫	"		৭৪	১১-০২-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৮৯	৯৮,৪০,০০০.০০
৬	"		৭৫	০২-০৩-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৯০	৯৩,৮০,০০০.০০
৭	"		৭৬	০৩-০৩-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৮৬৩২০৯১	৯৪,২০,০০০.০০
৮	"		৯২	০৪-০৩-২০১৪	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৯০৩০৯০৭	৯০,৫০,০০০.০০
৯	"		৭	১০-০২-২০১৪	এইচএসবিসি	আগ্রাবাদ	০৪১২৯০৯	৯৫,৫০,০০০.০০
১০	"		৪৮৫	০৩-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৪৭২	৯২,৫০,০০০.০০
১১	"		৪৮৬	৩১-০৮-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৭৭৩	৯১,২৫,০০০.০০
১২	"		৫১৬	০৬-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৫০৩	২৫,০০,০০০.০০
১৩	"		৫৩৯	০৬-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৫২৬	২,৪৭,৫০০.০০
১৪	"		৫৪৩	১০-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৫৩০	৭,০০,০০০.০০
১৫	"		৫৪৬	১০-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৫৩৩	৭৭,০০০.০০

১৬	"		৫৬১	১৯-০৩-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৫৪৮	৫,০০,০০০.০০
১৭	"		৬৫৯	২৮-০৪-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৬৪৬	৬,০০,০০০.০০
ক্র.ন.	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৮	"		৬৬০	২৮-০৪-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৬৪৭	৩,৫০,০০০.০০
১৯	"		৬৬২	২৮-০৪-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৬৪৯	৩,৭৫,০০০.০০
২০	"		৬৬৩	২৮-০৪-২০১৪	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০০০২৬৫০	৪,৭৫,০০০.০০
২১			২৮	০৩/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩২৯৫	২৫,০০,০০০.০০
২২			২৯	৩০/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩২৯৬	১৫,০০,০০০.০০
২৩			৩০	০৪/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩২৯৭	২০,০০,০০০.০০
২৪			৩৩	২০/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩৩০০	২৫,০০,০০০.০০
২৫			৩৫	৩০/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩৩০২	২৫,০০,০০০.০০
২৬			৩৭	২৪/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩৩০৪	১৫,০০,০০০.০০
২৭			৩৮	৩০/০৩/২০১৪	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৭৩২৩৩০৫	২৫,০০,০০০.০০
	উপমোট (২০১৩-২০১৪)							১০,৯৮,১৪,৫০০.০০

অর্থবছর : ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোলিয়াম পিএলসি		৬০	০১-০১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৯০৩০৯৯৮	৫৫,০০,০০০.০০
২	"		৬১	০১-০১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৯০৩০৯৯৯	৮০,০০,০০০.০০
৩	"		৬২	০১-০১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৯০৩১০০০	৭৫,০০,০০০.০০
৪	"		১৪৩	০৭-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬১	৫০,০০,০০০.০০
৫	"		১৪৪	০৭-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬২	৫০,০০,০০০.০০
৬	"		১৪৫	০৮-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৩	১০,০০,০০০.০০
৭	"		৫৯	০৯-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৯০৩০৯৯৭	৪৫,০০,০০০.০০
৮	"		১৪৭	০৯-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৫	১৭,০০,০০০.০০
৯	"		১৪৮	১১-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৬	৫০,০০,০০০.০০
১০	"		১৪৯	১৪-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৭	৫০,০০,০০০.০০
১১	"		১৫০	১৭-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৮	৫০,০০,০০০.০০
১২	"		১৫১	২২-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৬৯	৫৫,০০,০০০.০০
১৩	"		১৫২	২২-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৭০	৫৫,০০,০০০.০০
১৪	"		১৫৫	১৫-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৫০২৭৯৭৩	৩০,০০,০০০.০০
১৫	"		১৬৩	২১-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০১	৫০,০০,০০০.০০
১৬	"		১৬৪	২১-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০২	৪৫,০০,০০০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১৭	"		১৬৫	২১-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০৩	৫৪,০০,০০০.০০
১৮	"		১৬৯	১৬-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০৭	১৯,৭৫,০০০.০০
১৯	"		১৭০	১৭-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০৮	৪,৭০,০০০.০০
২০	"		১৭১	১৮-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯০৯	২৫,০০,০০০.০০
২১	"		১৭৬	২২-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯১৪	৪,৫৯,৪০০.০০
২২	"		১৭৮	২৩-০৬-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯১৬	২৯,৮৭,৩৫০.০০
২৩	"		২৪	১৪-০১-২০১৫	ইউসিবিএল	আন্দরকিল্লা	০৯০৫৪৬১	৩২,১৯,৭৫০.০০
২৪	"		২১০	১১-০১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৪৩৬৩	৬৫,০০,০০০.০০
২৫	"		২১১	১১-০১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৪৩৬৪	৬০,০০,০০০.০০
২৬	"		২২২	১১-০১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৪৩৭৫	৩,৯০,৯২৫.০০
২৭	"		৪৫০	১১-০৬-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২২৮	২০,০০,০০০.০০
২৮	"		৪৫২	১৬-০৬-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৩০	৩০,০০,০০০.০০
২৯	"		৪৫৩	১৫-০৬-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৩১	২০,০০,০০০.০০
৩০	"		৪৭২	২১-০৬-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৫০	৪৪,৫৫,০০০.০০
৩১	"		৪৭৩	২২-০৬-২০১৩	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৫১	৩০,০০,০০০.০০
৩২	জুন/২০১৫		৮৮	১০/০৬/২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭০১	৫০,০০,০০০.০০
৩৩	„		৯০	১৪/০৬/২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭০৩	২০,০০,০০০.০০
৩৪	..		৯৩	১৬/০৬/২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭০৬	১০,০০,০০০.০০
	উপমোট (২০১৪-২০১৫)							১২,৯০,৫৭,৪২৫.০০

অর্থবছর : ২০১৫-২০১৬

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লি.	জুলাই ২০১৫	৯	১৩-০৭-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৭৩	২৫,০০,০০০.০০
২	"	"	৫	০৮-০৭-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৬৯	৫০,০০,০০০.০০
৩	"	"	২	০৫-০৭-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০৬২৬৬	৫০,০০,০০০.০০
৪	"	"	২	০৯-০৭-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭১০	২০,০০,০০০.০০
৫	"	"	১	০৬-০৭-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭০৯	১১,০০,০০০.০০
৬	"	"	৫	১৩-০৭-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯২৬	৫০,০০,০০০.০০
৭	"	আগস্ট ২০১৫	৯	০৩-০৮-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭১৭	৫০,০০,০০০.০০
৮	"	"	১৬	০৪-০৮-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯৩৭	২১,২৫,০০০.০০
৯	"	"	১৫	০৩-০৮-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯৩৬	২৫,০০,০০০.০০
১০	"	অক্টোবর ২০১৫	২২	১৮-১০-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭৩০	৩০,০০,০০০.০০
১১	"	"	২১	১৩-১০-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭২৯	১০,০০,০০০.০০
১২	"	"	৮৪	২৮-১০-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭০৫	৩০,০০,০০০.০০
১৩	"	"	৮৩	২৮-১০-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭০৪	৩০,০০,০০০.০০
১৪	"	"	৮২	২৬-১০-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭০৩	১৯,১০,০০০.০০
১৫	"	"	৮১	২৬-১০-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭০২	৩০,০০,০০০.০০
১৬	"	"	৭৬	২০-১০-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৪৬৫৯৯৭	৩০,০০,০০০.০০
১৭	"	"	২৩১	১৯-১০-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০৩৬৮৯১০	৭,০০,০০০.০০
১৮	"	"	২৩২	২৬-১০-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১১২২১	৩০,০০,০০০.০০
১৯	"	"	২১০	২১-১০-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১১১৯৯	৮,০০,০০০.০০
২০	"	"	২০৮	২০-১০-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১১১৯৭	২০,০০,০০০.০০
২১	"	"	২০৭	১৮-১০-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১১১৯৬	২০,০০,০০০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২২	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লি.	"	১৯৫	১৩-১০-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১১১৮৪	২২,৫২,২৭৩.০০
২৩	"	নভেম্বর ২০১৫	৩০২	১২-১১-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	০৭৬০১৯১	৬,০০,০০০.০০
২৪	"		২৬	০৯-১১-২০১৫	এনসিসি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০৮০৩৭৩৪	১০,০০,০০০.০০
২৫	"		১০৪	১৫-১১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭২৫	৫০,০০,০০০.০০
২৬	"		১০৩	১২-১১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭২৪	৩০,০০,০০০.০০
২৭	"		৯২	০৫-১১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭১৩	২৫,০০,০০০.০০
২৮	"		৯১	০৪-১১-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭১২	২৫,০০,০০০.০০
২৯	"		২৮৪	১৭-১১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১২৩৪৮	৯,৫০,০০০.০০
৩০	"		২৮৩	১৫-১১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১২৩৪৭	৯,৫০,০০০.০০
৩১	"		২৮২	১০-১১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১২৩৪৬	৩০,০০,০০০.০০
৩২	"		২৩৭	০১-১১-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১২৩০১	১০,০০,০০০.০০
৩৩	"	ডিসেম্বর ২০১৫	৩১৮	১৫-১২-২০১৫	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১২৩৮২	৯,৬২,৫০০.০০
৩৪	"	"	১৪৭	৩১-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৬৮	৩৫,০০,০০০.০০
৩৫	"	"	১৪২	২৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৬৩	৫,০০,০০০.০০
৩৬	"	"	১৪১	২৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৬২	২,৬১,৯৬৯.০০
৩৭	"	"	১৪০	২৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৬১	৫,০০,০০০.০০
৩৮	"	"	১৩৮	২১-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৫৯	২৫,০০,০৫২.০০
৩৯	"	"	১৩৩	২০-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৫৪	৯,৬২,৫০০.০০
৪০	"	"	১২৮	১৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৪৯	২১,৪০,০০০.০০
৪১	"	"	১২৭	১৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৪৮	৩০,০০,০০০.০০
৪২	"	"	১২৬	১৪-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৪৭	৩০,০০,০০০.০০
৪৩	"	"	১২৫	০৯-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৪৬	২৩,৪৯,০০০.০০
৪৪	"	"	১২১	০৯-১২-২০১৫	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৪২	১০,০০,০০০.০০
৪৫	"	"	৪২৭	২০-১২-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	১০৮৫৬৩১	৪,০০,০০০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৬	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লি.	ডিসেম্বর ২০১৫	৪২৫	১৪-১২-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	১০৮৫৬২৯	৩০,০০,০০০.০০
৪৭	"	"	৩৭৮	০৫-১২-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	১০৮৫৫৮২	২,৪৪,৫০০.০০
৪৮	"	"	৩৬২	০১-১২-২০১৫	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	১০৮৫৫৬৬	১০,০০,০০০.০০
৪৯	"	জানুয়ারী ২০১৬	৬৩৭	২১-০১-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	১৮৯৪৫৬৬	৩,৬৭,০০০.০০
৫০	"	"	৪১৭	২৭-০১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১৫১৮১	২১,০০০.০০
৫১	"	"	৩৮৩	১৪-০১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১৫১৪৭	৩৫,০০,০০০.০০
৫২	"	"	৫	০৩-০১-২০১৬	ট্রাস্ট ব্যাংক	দেওয়ান বাজার	৮৩৭৩৬০৫	৪,৪৩,৪৬৬.০০
৫৩	"	"	১৬৮	১৯-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৯	২৮,১৯,০০০.০০
৫৪	"	"	১৬৬	১৮-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৭	৫,০০,০০০.০০
৫৫	"	"	১৬৫	১৮-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৬	৫০,০০,০০০.০০
৫৬	"	"	১৬৪	১৭-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৫	৫০,০০,০০০.০০
৫৭	"	"	১৬৩	১১-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৪	১৯,৪৫,০০০.০০
৫৮	"	"	১৬২	১০-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৮৩	১৯,৪০,০০০.০০
৫৯	"	"	১৫১	০৬-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৭২	৪০,০০,০০০.০০
৬০	"	"	১৫০	০৪-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৭১	৩৫,০০,০০০.০০
৬১	"	"	১৪৯	০৩-০১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৫৬৯৭৭০	৩৫,০০,০০০.০০
৬২	"	ফেব্রুয়ারী ২০১৬	৫০৪	২৯-০২-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০১৬৬৯৩	২,৫৭,৯৫০.০০
৬৩	"	"	১৯১	১৪-০২-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৭৫৫৩১২	৮,০৯,০০০.০০
৬৪	"	"	১৮০	০১-০২-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৭৫৫৩০১	৩০,০০,০০০.০০
৬৫	"	মার্চ ২০১৬	২১২	০২-০৩-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	১৭৫৫৩৩৩	৩০,০০,০০০.০০
	উপমোট (২০১৫-২০১৬)							১৪,৪৩,১০,২১০.০০

অর্থবছর : ২০১৬-২০১৭

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লিঃ	জুলাই ২০১৬	৪৮	২৮-০৭-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৪২১৯৮১২	৬,০০,০০০.০০
২	"	আগষ্ট ২০১৬	৪	৩০-০৮-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪১১	৮,১৮,০০০.০০
৩	"	"	৩৮	৩০-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৮০	৩৮,৮০,০০০.০০
৪	"	"	৩৭	২৩-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৭৯	৩,৪৫,৮০৫.০০
৫	"	"	৩৬	২৩-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৭৮	৪০,০০,০০০.০০
৬	"	"	৩৫	২২-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৭৭	৫০,০০,০০০.০০
৭	"	"	২৮	১৬-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৭০	৫০,৩০,৭০০.০০
৮	"	"	২২	২১-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৬৪	৪০,০০,০০০.০০
৯	"	"	১৮	০৭-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৬০	২২,৮০,০০০.০০
১০	"	"	১৭	০৭-০৮-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৫৯	৪৫,০০,০০০.০০
১১	"	"	১২৪	১১-০৮-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৪৩৭৮২৪৩	৯,৯৬,৮০০.০০
১২	"	"	১২৩	১১-০৮-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৪৩৭৮২৪২	১৫,০০,০০০.০০
১৩	"	"	১৪০	২৯-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৪৪৪৩	২৪,৬০,০০০.০০
১৪	"	"	১১১	২৪-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৪৪১৪	৪৫,০০,০০০.০০
১৫	"	"	১০৯	১৭-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৪৪১২	৪০,০০,০০০.০০
১৬	"	"	৮৫	১৪-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২২৭১৩	৪৫,০০,০০০.০০
১৭	"	"	৮০	১০-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২২৭০৮	৪০,০০,০০০.০০
১৮	"	"	৭৬	২৮-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২২৭০৪	৪০,০০,০০০.০০
১৯	"	"	৬৬	০৩-০৮-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২২৬৯৪	৪০,০০,০০০.০০
২০		সেপ্টেম্বর ২০১৬	২৯১	২৭-০৯-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৫২২০২৫০	১,৬০,০০০.০০
২১	"	"	২৮৯	২৭-০৯-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৫২২০২৪৮	১,১৯,১৫০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
২২	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লিঃ	"	১৫৫	০৫-০৯-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৪৪৫৮	৪০,০০,০০০.০০
২৩	"	"	১৪৪	০৪-০৯-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৪৪৪৭	৬৩,১৮,৩৪৬.০০
২৪	"	"	৪৯	০৬-০৯-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৯১	৪,১০,০০০.০০
২৫	"	"	৪৮	০৬-০৯-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৪১৪২৯০	৪১,০০,০০০.০০
২৬	"	অক্টোবর ২০১৬	২৯১	২৭-১০-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৬৩১৯	১০,০০,০০০.০০
২৭	"	"	২৫৬	১৯-১০-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৬২৮৪	৪০,০০,০০০.০০
২৮	"	"	২২৮	০৯-১০-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৬২৫৬	২০,৭০,০০০.০০
২৯	"	"	১৫	১৯-১০-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪২২	৪০,০০,০০০.০০
৩০	"	"	৯১	৩০-১০-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৩৩	১০,০০,০০০.০০
৩১	"	"	৮০	২৪-১০-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০২২	৪১,২০,০০০.০০
৩২	"	"	৩৬৩	১৬-১০-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৫২২০৩২২	১,৬১,০৪৪.০০
৩৩	"	নভেম্বর ২০১৬	৪৬৭	২০-১১-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৫৫৭১০৪৬	১,৫০,০০০.০০
৩৪	"	"	৫০১	২৮-১১-২০১৬	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৫৯০৪৯৬০	৮,৬৪,০০০.০০
৩৫	"	"	২৭	২৩-১১-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪৩৪	৩৪,৭৫,০০০.০০
৩৬	"	"	২৬	২৩-১১-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪৩৩	৪৩,৫২,০০০.০০
৩৭	"	"	১০৮	২২-১১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৫০	৭৮,২৭,০০০.০০
৩৮	"	"	১০৫	২২-১১-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৪৭	১৮,৮০,০০০.০০
৩৯	"	"	১৩৭	১৭-১১-২০১৬	প্রাইম ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৪১৩৭৫১৭	১,৬৬,৫০০.০০
৪০	"	"	৩৬০	২৩-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৮৮	২,৫০,০০০.০০
৪১	"	"	৩৫২	২০-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৮০	১,৬৭,০০০.০০
৪২	"	"	৩৫০	১৭-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৭৭	২০,০০,০০০.০০
৪৩	"	"	৩৩১	১৪-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৫৯	৬,০০,০০০.০০
৪৪	"	"	৩২৯	১৪-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৫৭	৬,০০,০০০.০০
৪৫	"	"	৩২৬	১০-১১-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭১৫৪	১,২০,৬০০.০০
৪৬	"	ডিসেম্বর ২০১৬	৩৪	০৮-১২-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪৪১	১৫,০০,০০০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
৪৭	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লিঃ	"	৩৩	০৬-১২-২০১৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক	আগ্রাবাদ	১০০৬৪৪০	২৫,০০,০০০.০০
৪৮	"	"	১২৩	২২-১২-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৬৫	৯,০০,০০০.০০
৪৯	"	"	১১৭	১২-১২-২০১৬	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৫৯	১৮,০০,০০০.০০
৫০	"	"	১৭৪	১৯-১২-২০১৬	প্রাইম ব্যাংক	আগ্রাবাদ	৪১৩৭৫৪৭	২০২,৫০০.০০
৫১	"	"	৩৯০	০৪-১২-২০১৬	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৭২১৮	১৯৪০,০০০.০০
৫২	"	জানুয়ারি ২০১৭	১৩৯	০৪-০১-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৮১	১৮,০০,০০০.০০
৫৩	"	"	১৩৮	০৪-০১-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	২৭৭২০৮০	২,০০,০০০.০০
৫৪	"	"	৪৬৮	০২-০১-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০২৯৫৭১	২০,০০,০০০.০০
৫৫	"	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	৮২৭	২৮-০২-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৬৯৪০৮৩৬	৮,০০,০০০.০০
৫৬	"	"	১৮৭	২৬-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২২৯	৪০,০০,০০০.০০
৫৭	"	"	১৮৫	২৩-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২২৭	৪০,০০,০০০.০০
৫৮	"	"	১৮১	১৯-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২২৩	৪০,০০,০০০.০০
৫৯	"	"	১৭৫	১২-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৭	৪০,০০,০০০.০০
৬০	"	"	১৭৬	১২-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৮	৪০,৮০,০০০.০০
৬১	"	"	১৭৪	১২-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৬	৪০,০০,০০০.০০
৬২	"	"	১৭৩	০৯-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৫	৪২,০২,৪০০.০০
৬৩	"	"	১৭২	০৮-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৪	২০,০০,০০০.০০
৬৪	"	"	১৭১	০৮-০২-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২১৩	২০,০০,০০০.০০
৬৫	"	"	৬১৬	১৬-০২-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০৩৫০৬৯	৪০,০০,০০০.০০
৬৬	"	"	৫৯৫	০৮-০২-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০৩২১৪৮	৩,০৫,৯৫৫.০০
৬৭	"	"	৫৯৪	০৮-০২-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০৩২১৪৭	২০,০০,০০০.০০
৬৮	"	"	৫৯৩	০৮-০২-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০৩২১৪৬	২০,০০,০০০.০০
৬৯	"	মার্চ ২০১৭	২৪০	৩০-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৮২	৪০,০০,০০০.০০
৭০	"	"	২২৯	২৩-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৭১	৪০,০০,০০০.০০
৭১	"	"	২১৭	২৭-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৫৯	৪০,০০,০০০.০০

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
৭২	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লিঃ	"	২১৪	১৯-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৫৬	৪০,০০,০০০.০০
৭৩	"	"	২১১	১৬-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৫৩	৪০,০০,০০০.০০
৭৩	"	"	২০৯	১২-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৫১	৪০,০০,০০০.০০
৭৫	"	"	২০২	০৯-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৪৪	৪০,০০,০০০.০০
৭৬	"	"	১৯৮	০৫-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৪০	৪০,০০,০০০.০০
৭৭	"	"	১৯৬	০২-০৩-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৩৩৯৬২৩৮	৪০,০০,০০০.০০
৭৮	"	"	৮৬০	১৫-০৩-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৬৯৪০৮৬৯	৯,০০,০০০.০০
৭৯	"	"	৮৫৮	১৩-০৩-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৬৯৪০৮৬৭	১৪,২০,০০০.০০
৮০	"	"	৮৫৬	২০-০৩-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৬৯৪০৮৬৫	২৮,৭০,০০০.০০
৮১	"	"	৮৪৯	০৬-০৩-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৬৯৪০৮৫৮	২,০২,২৯৫.০০
৮২	"	"	৭১৬	২৮-০৩-২০১৭	মেঘনা ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০৩৩৮৬৯	১,১২,৩০০.০০
	উপমোট (২০১৬-২০১৭)							২১,০০,৫৭,৩৯৫.০০

অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোলিয়াম পিএলসি	জুলাই ২০১৭	৭	০৬-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২০৮	২,৭৪,৭৫৭.০০
২	গালফ পেট্রোলিয়াম প্রাঃ লিঃ	"	৮	০৬-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২০৯	৪০,০০,০০০.০০
৩	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লিঃ	"	৯	০৬-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২১০	৪০,০০,০০০.০০
৪	"	"	১১	১০-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২১২	৩৭,৭৮,০০০.০০
৫	"	"	১৬	১১-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২১৭	৫,৭৭,৩৭৫.০০
৬	"	"	১৮	১৩-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২১৯	১৬,৬০,০০০.০০
৭	"	"	১৯	১৩-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২২০	১০,৪০,৭৫০.০০
৮	"	"	২০	১৬-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২২১	৪০,০০,০০০.০০
৯	"	"	২১	১৭-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২২২	৩০,৮২,৫০০.০০
১০	"	"	২৫	২৩-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২২৬	৪০,০০,০০০.০০
১১	"	"	২৬	৩০-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২২৭	৪০,০০,০০০.০০
১২	"	"	৩৪	২৭-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২৩৫	৪,২৩,৮৬৪.০০
১৩	"	"	৩৫	৩০-০৭-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২৩৬	১৩,৮৯,৫০০.০০
১৪	"	"	৪৫	২০-০৭-২০১৭	ব্যাংক এশিয়া	ইপিজেড	৮৫৮২৩৮৩	৪,০০,০০০.০০
১৫	"	আগষ্ট ২০১৭	৪৫	০৬-০৮-২০১৭	আইএফআইসি	আগ্রাবাদ	৪৮২৩২৪৬	৪০,০০,০০০.০০
	উপমোট (২০১৭-২০১৮)							৩,৬৬,২৬,৭৪৬.০০

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০১

পরিশিষ্ট-১/৬

অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	ব্যাংক	ব্যাংকের শাখা	চেক নং	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	গালফ পেট্রোকেম পিটিই লি.	সেপ্টেম্বর ২০১৮	৫৪	০৩-০৯-২০১৮	এনআরবি ব্যাংক	আগ্রাবাদ	০০০০০৫৫	১,৪৫,২৯৭.০০
উপমোট (২০১৮-২০১৯)								১,৪৫,২৯৭.০০

MAC প্রেসিডেন্টকে অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় আত্মসাতের হিসাব বিবরণী :

ক্রমিক	অর্থবছর ও ভাউচার নম্বর	আদায় হিসেবে প্রাপ্ত চেক নম্বর ও তারিখ/ জমা স্লিপ নম্বর তারিখ, ব্যাংকের নাম	টাকার পরিমাণ	ফেরত ভাউচার (অর্থবছরসহ)	যে হিসাব নম্বরে চেক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে	মন্তব্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫		৭	৮
১	২০১১-১২	০০০০০৭৫, ২১/৬/১২ ব্যাংক এশিয়া, শান্তিনগর ব্রাঞ্চ, ঢাকা	১৫,২২,৪৪,৪৫৭	আরবি; ২৯/৮/১২ ২০১২-১৩	১৮১-০১	জনাব মঈনউদ্দিন আহমেদ। এসএওসিএল এর বেসরকারি অংশীদার এবং প্রেসিডেন্ট ম্যাক	অগ্রিম গ্রহীতা জনাব মঈন উদ্দীন আহমেদের নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা না করে হিসাবে আদায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরে ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। জমা স্লিপে ব্যাংকের সীলে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, চেকগুলো ব্যাংকে জমা করা হয়নি। ভুয়া জমা দেখানো হয়েছে।
২	২০১২-১৩	ডিএস ৯৮৮; ৩০/৬/২০১৩	৩৬,২৬,০০,০০০	আরবি, ১১/১১/১৩ ২০১৩-১৪			
৩	২০১৩-১৪	ডিএস ৮১১; ৩০/৬/১৪	৩৫,২৬,০০,০০০	আরবি; ০৮/১২/২০১৪ ২০১৪-১৫			
সর্বমোট			৮৬,৭৪,৪৪,৪৫৭/-	কথায় : টাকা ছিয়াশি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত সাতান্ন মাত্র।			

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে নন একাউন্ট পে-ই চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলনজনিত আত্মসাতের হিসাব বিবরণী :

ক্রমিক	পার্টির নাম	প্রদত্ত চেক নম্বর, তারিখ ও ব্যাংকের নাম	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	চেকের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	০৮১১৮৬৬৪; ১৯/১২/২০১৩ ইউসিবিএল, হালিশহর শাখা।	৪৪; ১৭/১২/২০১৩	১,৭৫,৫৬,০০০	ব্যাংক বহিতে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নামে চেক ইস্যু দেখানো অথচ ব্যাংক স্টেটমেন্টে মীর মো সাইফুল্লাহ নগদ উত্তোলন করেছেন মর্মে উল্লেখ আছে।
২	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	০০০২৩৫৬; ১৭/১২/২০১৩ ব্যাংক এশিয়া, সিইপিজেড শাখা।	৩৬; ১৭/১২/২০১৩	৪৭,৫০,০০০	ব্যাংক বহিতে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নামে চেক ইস্যু দেখানো অথচ ব্যাংক স্টেটমেন্টে নগদ উত্তোলন করেছেন মর্মে উল্লেখ আছে।
সর্বমোট				২,২৩,০৬,০০০/-	টাকা দুই কোটি তেইশ লক্ষ ছয় হাজার মাত্র।

২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর সময়কালে MAC প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অগ্রিম উত্তোলনের মাধ্যমে আত্মসাতের বিবরণী :

ক্রমিক	গ্রহণকারীর নাম	কাজের নাম	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মঈন উদ্দীন আহমেদ	কোম্পানির প্রয়োজনে অগ্রিম যা পরবর্তীতে সমন্বয় হবে	৬৫৯১৮৩৫,১৮/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	আইএফ আই সি
২			৬৫৯১৮৩৪,১৬/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
৩			৬৫৯১৮৩৩,১৬/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
৪			৬৫৯১৮৩২,১৬/১০/১২	২০,০০,০০০/-	ঐ
৫			৬৫৯১৮৩০,১৫/১০/১২	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৬			৬৫৯১৮২৯,১৫/১০/১২	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৭			৬৫৯১৮২৬,১১/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
৮			৬৫৯১৮২৫,১০/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
৯			৬৫৯১৮২৪,১০/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
১০			৬৫৯১৮২৩, ৩/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
১১			৬৫৯১৮২২,১/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ঐ
১২			৪৩০৫৬৭২,৩/১০/১২	১০,০০,০০০/-	এনসিসি
১৩			৪৩০৫৬৮৫,৪/১০/১২	১৫,০০,০০০/-	ঐ
১৪			০০০১৫১৯,২২/১০/১২	৪,১৪,০০০/-	ব্যাংক এশিয়া
১৫			০০০১৫০৯,১৮/১০/১২	১৩,৭০,০০০/-	ঐ
১৬			০০০১৪৯৫,১৫/১০/১২	১৫,০০,০০০/-	ঐ
১৭			০০০১৪৮৬,২/১০/১২	২৫,০০,০০০/-	ব্যাংক এশিয়া
১৮			০০০১৪৮৫,১/১০/১২	২,০০,০০০/-	ঐ
১৯			৬৫৯১৮৬৩,২৭/১১/১২	৩০,০০,০০০/-	
২০			৬৫৯১৮৬২,১৯/১১/১২	১০,০০,০০০/-	
২১			৬৫৯১৮৬১,২২/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
২২			৬৫৯১৮৬০, ১৯/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
২৩			৬৫৯১৮৫৯,১৯/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
২৪			৬৫৯১৮৫৮,২০/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
২৫			৬৫৯১৮৫৭,১৫/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
২৬			৬৫৯১৮৫৬,৮/১১/১২	১৫,০০,০০০/-	

ক্রমিক	গ্রহণকারীর নাম	কাজের নাম	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
২৭			৬৫৯১৮৫৫,২০/১১/১২	৩৫,০০,০০০/-	
২৮			০০০১৫৫২,২৯/১১/১২	১০,০০,০০০/-	
২৯			৬৫৯১৮৪০,১৫/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩০			৬৫৯১৮৯,১৩/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩১			৬৫৯১৮৩৭,৭/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩২			৬৫৯১৮৩৬, ৭/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৩			৪৩০৫৬৯২,২৬/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৪			৪৩০৫৬৯১,২৬/১১/১২	২৫, ০০,০০০/-	
৩৫			৪৩০৫৬৯০,১৪/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৬			৪৩০৫৬৮৯,১৪/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৭			৪৩০৫২৮৮,১২/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৮			৪৩০৫৬৮৭,১২/১১/১২	২৫,০০,০০০/-	
৩৯			৪৩০৫৬৮৬,২২/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
৪০			৪৩০৫৬৮৪,২৭/১১/১২	১০,০০,০০০/-	
৪১			৪৫০৫৬৮৩, ৬/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
৪২			৪৩০৫৬৮২,৬/১১/১২	২০,০০,০০০/-	
৪৩			৪৩০৫৬৭৩,৬/১১/১২	১০,০০,০০০/-	
৪৪			০০০১৪৬০,১৪/১১/১২	৩০,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
৪৫			০০০১৫২২,১/১১/১২	৩৪,৪০,০০০/-	ঐ
৪৬			০০০১৫২৬,৫/১১/১২	১১,৪৯,০০০/-	ঐ
৪৭			০০০১৬০৭,২৪/১২/১২	৪,৯৮,০০০/-	ঐ
৪৮			০০০১৬০৩,২৩/১২/১২	৫,০০,০০০/-	ঐ
৪৯			০০০১৫৯৫,১৭/১২/১২	১৪,০১০৪৬/-	ঐ
৫০			০০০১৫৭৯,১২/১২/১২	৫,০০,০০০/-	ঐ
৫১			০০০১৫৭০,৩/১২/১২	৫,০০,০০০/-	ঐ
৫২			০০০১৬২৪,৬/১/১৩	৪,০০,০০০/-	ঐ
৫৩			০০০১৬৯০,২৬/২/১৩	৫,০০,০০০/-	
৫৪			০০০১৬৭১,৭/২/১৩	৫,০০,০০০/-	
৫৫			৭৩২৩২৬৫,২২/৪/১৩	৬,০০,৫০০০/-	এনসিসি
৫৬			৭৩২৩২৬৪,১৭/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৫৭			৭৩২৩২৬৩,১৭/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	

ক্রমিক	গ্রহণকারীর নাম	কাজের নাম	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
৫৮			৭৩২৩২৬২,১৭/৪/১৩	১০,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
৫৯			৭৩২৩২৬০,১৫/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬০			৭৩২৩২৫৮,১৫/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬১			৭৩২৩২৫৩,৩০/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬২			৭৩২৩২৫২,২২/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৩			৭৩২৩২৫১,৮/৪/১৩	১৫,০০,০০০/-	
৬৪			৪৩০৫৬৯৪,১৫/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৫			৪৩০৫৬৯৩,১৫/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৬			৬৫৯১৯৬৪,১৬/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৭			৬৫৯১৯৬৩,১৬/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৮			৬৫৯১৯৬১,১৬/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৬৯			৬৫৯১৯৬২,১৬/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৭০			৬৫৯১৯৫২,১৩/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৭১			৬৫৯১৯৫১,১৩/৪/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৭২			০০০১৭৯৭,১৮/৪/১৩	১০,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
৭৩			০০০১৭৮৫, ১৫/৪/১৩	৭,০০,০০০/-	ঐ
৭৪			০০০১৭৫০,১/৪/১৩	৫,০০,০০০/-	ঐ
৭৪			০০০১৮৮৩, ৩০/৫/১৩	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৭৫			০০০১৮৭৪,২১/৫/১৩	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৭৬			০০০১৮৬৬,১৯/৫/১৩	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৭৭			০০০১৮৩৯,৫/৫/১৩	২০,০০,০০০/-	ঐ
৭৮			০০০১৯৬২,২৬/৬/১৩	১৬,৩২,০০০/-	ঐ
৭৯			০০০১৯৪৪,১৮/৬/১৩	৫,৪১,০০০/-	ঐ
৮০			জুন	৫,০০,০০০/-	
৮১			০০০১১২৯,২৯/৮/১৩	৫,০০,০০/-	ঐ
৮২			০০০১১০৭,২৫/৮/১৩	৫,৮০,০০০/-	ঐ
৮৩			০০০২০৮৪,১৯/৮/১৩	৪,৮০,০০০/-	ঐ
৮৪			০০০২০৮৩,১৮/৮/১৩	২০,০০,০০০/-	ঐ
৮৬			০০০২০৭৮,১১/৮/১৩	৪,০০,০০০/-	ঐ
৮৭			০০০২০৬৭,৪/৮/১৩	৮,৮৬,৮৫০/-	ঐ
৮৮			০০০২২১০,২৫/৯/১৩	২,০০,০০০/-	ঐ

ক্রমিক	গ্রহণকারীর নাম	কাজের নাম	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
৮৯			০০০২১৬৭,৯/৯/১৩	৫,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
৯০			০০০২১৩৯,২৪/৯/১৩	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৯১			০০০২১৩৭,২২/৯/১৩	১৫,০০,০০০/-	ঐ
৯২			৭৩২৩২৫৫,১০/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৯৩			৭৩২৩২৫৬,২৩/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
৯৪			৭৩২৩২৭৫,১০/৯/১৩	৩,৬০,০০০.-	
৯৫			৭৩২৩২৭৪,৯/৯/১৩	১০,০০,০০০/-	
৯৬			৭৩২৩২৭৩,৯/৯/১৩	১০,০০,০০০/-	
৯৭			৭৩২৩২৭২,১৬/৯/১৩	১৫,০০,০০০/-	
৯৮			৭৩২৩২৭১,১৬/৯/১৩	১৫,০০,০০০/-	
৯৯			৬৫৯১৯৫১,১৫/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০০			৬৫৯১৯৫১,১৫/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০১			৬৫৯১৯৫৮,৯/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০২			৬৫৯১৯৫৭,৮/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৩			৬৫৯১৯৫৬,৫/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৪			৬৫৯১৯৫৫,৫/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৫			৬৫৯১৯৫৪,৪/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৬			৬৫৯১৯৫৩,৪/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৭			৬৫৯১৮৬৬,২৪/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৮			৬৫৯১৮৬৫,২৩/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১০৯			৬৫৯১৮৬৪,১৭/৯/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১১০			৭৩২৩২৫৭,৩/১০/১৩	২৫,০০,০০০	
১১১			৭৩২৩২৭৮,৮/১০/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১১২			৭৩২৩২৭৬,৩/১০/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১১৩			৮৬৩২০৪৪,৩/১০/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১১৪			৮৬৩২০৪২,৩/১০/১৩	২৫,০০,০০০/-	
১১৫			০০০২২৭৪,২৯/১০/১৩	৫,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
১১৬			০০০২২৯১,১০/১১/১৩	৫,০০,০০০/-	ঐ
১১৭			০০০২২৬০,৮/১০/১৩	৫,৫০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
১১৮			০০০২২৫৩,৭/১০/১৩	৫,৬৫,০০০/-	ঐ
১১৯			৭৩২৩২৭৭,২৩/১২/১৩	২০,০০,০০০/-	ঐ

ক্রমিক	গ্রহণকারীর নাম	কাজের নাম	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১২০			৭৩২৩২৭৯,১৯/১২/১৩	২০,০০,০০০/-	ব্যাঃ এশিয়া
১২১			০০০২৩৭৩,৩০/১২/১৩	২,০০,০০০/-	ঐ
১২২			০০০২৩৬৫,২৯/১২/১৩	৫,০০,০০০/-	ঐ
১২৩			০০০২৩৬৪,২৩/১২/১৩	১৪,৪০,০০০/-	ঐ
১২৪			০০০২৩৫৩,১১/১২/১৩	৫,০০,০০০/-	ঐ
১২৫			৭৩২৩২৯১,২/২/১৪	২৫,০০,০০০/-	
১২৬			৭৩২৩২৯০,১১/২/১৪	২৫,০০,০০০/-	
১২৭			০০০২৪৭৯,১২/২/১৪	৭,০০,০০০/-	
১২৮			২৪১৪২২৮ ,২৩/৬/১৬	৩০,০০,০০০/-	আইএফআইসি
মোট টাকা =				২৩,১১,১১,৮৯৬/-	
কথায় : তেইশ কোটি এগার লক্ষ এগার হাজার আটশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র।					

এলসি-এর বিপরীতে চেক ইস্যু এবং হিসাবায়ন ব্যতিরেকে পেমেন্ট ভাউচারে উল্লিখিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পরিবর্তে ভুয়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকের অর্থ উত্তোলনজনিত অর্থ আত্মসাতের হিসাব বিবরণী :

ক্র: ন:	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে উল্লিখিত পার্টির নাম	প্রদত্ত চেক নম্বর, তারিখ ও ব্যাংকের নাম	চেকের পরিমাণ	ব্যাংক স্টেটমেন্টে যার নামে চেক ক্লিয়ারিং হয়েছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	১৬৮; ২১/০১/২০১৯	ফাস্ট এন্টারপ্রাইজ অয়েল প্রাইভেট লি:	২৮৫০৩৩৭; ২১/০১/২০১৯ যমুনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	৫০,০০,০০০	গোল্ডেন সিফাত	পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে ফাস্ট এন্টারপ্রাইজ অয়েল প্রাইভেট লি: এর নামে চেক ইস্যু প্রদর্শন করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক গোল্ডেন সিফাতের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। কোম্পানী হিসাবে (জেডি ০৮ ও জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
২	১৬৯; ২১/০১/২০১৯	স্টিড ফাস্ট	২৮৫০৩৩৮; ২১/০১/২০১৯ যমুনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	৪০,০০,০০০	আজহার টেলিকম	পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্সের নামে চেক ইস্যু প্রদর্শন করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক আজহার টেলিকম এর একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। কোম্পানী হিসাবে (জেডি ০৮ ও জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
৩	১৭০; ২১/০১/২০১৯	স্টিড ফাস্ট	২৮৫০৩৩৯; ২১/০১/২০১৯ যমুনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	৩৬,১৩,৭৯৬	মদিনা কোয়ালিটি	পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্সের নামে চেক ইস্যু প্রদর্শন করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক মদিনা কোয়ালিটি এর একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। কোম্পানী হিসাবে (জেডি ০৮ ও জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
৪	০৩১ ২৮/০৮/২০১৮	জিপি গ্লোবাল এ প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড	০৪৭৫১৯৬; ২৮/০৮/২০১৮ যমুনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	২২,১৮,৯৩৮		পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্সের নামে চেক ইস্যু প্রদর্শন করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক নগদ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কোম্পানী হিসাবে (জেডি ০৮ ও জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
	০৩২ ২৯/০৮/২০১৮	এন জে অং প্রাইভেট লিমিটেড	০৪৭৫১৯৭; ২৯/০৮/২০১৮ যমুনা ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	১,০৬,৭৯,৪৮০		পেমেন্ট ভাউচার ও চেক রেজিস্টারে স্টিড ফাস্ট ট্রেডার্সের নামে চেক ইস্যু প্রদর্শন করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক নগদ টাকা উত্তোলন করেছেন। কোম্পানী হিসাবে (জেডি ০৮ ও জেনারেল লেজার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
সর্বমোট				২,৫৫,১২,২১৪	টাকা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বার হাজার দুইশত চৌদ্দ মাত্র।	

পণ্য বিক্রয় বাবদ ক্রেতার নিকট হতে ভুয়া চেক গ্রহণ করে আদায় হিসেবে হিসাবভুক্ত করা সত্ত্বেও ব্যাংকে জমা না করে পরবর্তী অর্থবছরে ক্রেতাকে ফেরত প্রদানজনিত অনাদায়ের হিসাব বিবরণী :

ক্র: ন:	অর্থবছর	আদায় হিসেবে প্রাপ্ত চেক নম্বর ও তারিখ, ব্যাংকের নাম	টাকার পরিমাণ	ফেরত ভাউচার (অর্থবছরসহ)	যে হিসাব নম্বরে চেক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে	মন্তব্য	ক্রেতা/ কোম্পানির নাম
১	২	৩	৪	৫		৬	৭
১	২০১২-১৩	ব্যাংক বই এ চেক নম্বর উল্লেখ করা নাই।	৫৮,৫০,০০,০০০	আরবি , ১১/১১/১৩ ২০১৩-১৪	১৪০-০৩-১৫-০৩	এওসিএল এর স্বত্বাধিকারী জনাব মঈন উদ্দিন এসএওসিএল- এর একজন অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন, যা কোম্পানি আইনের ধারা ৯৫ মোতাবেক অবৈধ। তদুপরি ক্রেতা এওসিএল এর নিকট হতে পণ্যের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা না করে হিসাবে আদায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরে ব্যাংক কর্তৃক ফেরত প্রদান করা হয়েছে মর্মে ক্রেতাকে তার চেক ফেরত দেওয়া হয়েছে। চেক বাউন্সের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।	AOCL, জনাব মঈনউদ্দিন আহমেদ। এসএওসিএল এর বেসরকারি অংশীদার জনাব মঈনউদ্দিন এর প্রাইভেট কোম্পানি।
২	২০১৩-১৪	আইএফআইসি চেক নম্বর ২৭৮৭৯৪১৬; ২৯/৬/১৪	৬৩,১৫,০০,০০০	আরবি ০৮/১২/২০১৪ ২০১৪-১৫			
৩	২০১১-১২	০০০০০৭৪ ২১/৬/২০১২ ব্যাংক এশিয়া, শান্তিনগর শাখা ঢাকা	৬৭,০১,১১,৯৮৬	আরবি ২৯/৮/২০১২ ২০১২-১৩			
৪	২০১১-১২	০০০০০৭৫ ২৮/৬/২০১২ ব্যাংক এশিয়া শান্তিনগর শাখা ঢাকা	৬,০০,০০,০০০	আরবি ৩০/৮/২০১২ ২০১২-১৩			
সর্বমোট			১৯৪,৬৬,১১,৯৮৬/-	টাকা একশত চুরানব্বই কোটি ছেষট্টি লক্ষ এগার হাজার নয়শত ছিয়াশি মাত্র।			

- কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ১০৫ নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে ‘পরিচালক পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে উহার কোন পরিচালক, অথবা তিনি কোন ফার্মের একজন অংশীদার থাকিলে উক্ত ফার্ম, বা উক্ত ফার্মের যে কোন অংশীদার, কিংবা কোন প্রাইভেট কোম্পানিতে তিনি একজন সদস্য বা পরিচালক থাকিলে উক্ত কোম্পানি প্রথমোক্ত কোম্পানির সহিত পণ্য বা কোন জিনিসপত্র বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারিবেন না।’

অনুচ্ছেদ নং : ১১

পরিশিষ্ট- ১১

এলসি সংক্রান্ত কাজের ব্যয় হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে নন একাউন্ট পে-ই চেক ইস্যু দেখিয়ে নগদে টাকা উত্তোলন জনিত আত্মসাতের বিবরণী :

ক্র: নং	পার্টির নাম	প্রদত্ত চেক নম্বর, তারিখ ও ব্যাংকের নাম	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	চেকের পরিমাণ	পণ্যের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫		৬
১	ইউনাইটেড অয়েল কো: লি:	০০০২৫৮০, ০২/৪/২০১৪ ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখা, চট্টগ্রাম	৫৯৩; ০২/৪/২০১৪	৫,০০,০০০	লুব বেইজ অয়েল	
২		০০০২৭৪৪	৭৫৭;০৯/৬/২০১৪	২২,৭৬,০০০	লুব বেইজ অয়েল	
৩		৭৩২৩৩০৯;	৪২	২৫,০০,০০০	বিটুমিন	
৪		৭৩২৩৩১০;	৪৩	১৫,০০,০০০	বিটুমিন	চেক অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর নাই
৫		০০০২৬০৭, ০৬-০৪-২০১৪ব্যাংক এশিয়া, ইপিজেড শাখা, চট্টগ্রাম	৬২০;০৬/০৪/২০১৪	২,০৩,৫০০	লুব বেইজ অয়েল	
৬		০৮০৩৬৬০, ১২-০৮-২০১৫ এনসিসি ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম	৪৭;১২/০৮/২০১৫	৩২,০০,০০০		
৭		১৪৬৫৯৪৬, ১২-০৮-২০১৫ আইএফআইসি, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম	২৫;১২/০৮/২০১৫	৩২,৬০,০৬৫		
	মোট ইউনাইটেড অয়েল কো: লি:			১,৩৪,৩৯,৫৬৫		
৮	ইউনাইটেড পেট্রোকেমিক্যাল	৭৩২৩৩২১	৫৪	২৫,০০,০০০	বিটুমিন	চেক অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর নাই
৯		৭৩২৩৩১১	৪৪	২৫,০০,০০০	বিটুমিন	চেক অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর নাই
	মোট ইউনাইটেড পেট্রোকেমিক্যালস			৫০,০০,০০০		
সর্বমোট				১,৮৪,৩৯,৫৬৫/-		
কথায় : টাকা এক কোটি চুরাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি মাত্র						

কথায় : টাকা এক কোটি চুরাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি মাত্র।

ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম কোম্পানির একাউন্টস থেকে প্রদান করায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	বিমাকারীর নাম	প্রিমিয়াম পরিশোধের সময়	ভাউচার নং	বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম	বার্ষিক প্রিমিয়াম	খরচের কোড নং ও অর্থ বছর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মোহাম্মদ শাহেদ	১৮/৩/১৯	সিডিভি ১০৯৬ /BA SND	মেট লাইফ (আলিকো)	৩,৮০,৯৫০/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৮-১৯
২	মঈন উদ্দীন আহমেদ	১৮/৩/১৯	সিডিভি ১০৯৬ /BA SND	“	৩,৫৫,৩২৪/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৮-১৯
৩	মঈন উদ্দীন আহমেদ	১৭/৪/১৭	সিডিভি -৯৬৩/BA SND	“	৩,৮০,৯৫০/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৬-১৭
৪	মোহাম্মদ শাহেদ	১৭/৪/১৭	সিডিভি-964/BA SND	“	৩,৫৫,৩২৪/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৬-১৭
৫	মঈন উদ্দীন আহমেদ	১৮/৪/১৬	সিডিভি -429/ আইএফআইসি	“	৩,৮০,৯৫০/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৭-১৮
৬	মোহাম্মদ শাহেদ	১৮/৪/১৬	সিডিভি -428/ আইএফআইসি	“	৩,৫৫,৩২৪/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৭-১৮
৭	মঈন উদ্দীন আহমেদ	২৪/৪/১৬	ভাউচার নং -১৯, চেক নং - ৮৩৭৩৬১৮ ট্রাস্ট ব্যাংক	“	৩,৮০,৯৫০/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৫-১৬
৮	মোহাম্মদ শাহেদ	২৪/৪/১৬	ভাউচার নং -১৮, চেক নং - ৮৩৭৩৬১৯, ট্রাস্ট ব্যাংক	“	৩,৫৫,৩২৪/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৫-১৬
৯	মঈন উদ্দীন আহমেদ	৭/২/১৮	ভাউচার নং -৩২৩, চেক নং -০৪৩১৮৩৪ ,আইএফআইসি	“	১,৬৫,০০০/-	২৫-৮১-০৩২০১৭-১৮
১০	মঈন উদ্দীন আহমেদ	২১/৪/২০	ভাউচার নং - ৮২০ চেক নং-৬০৮৯০৩২, BA	“	৩,৮০,৯৫০/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৯-২০
১১	মোহাম্মদ শাহেদ	২১/৪/২০	ভাউচার নং- ৮১৯, চেক নং- ৬০৮৯০৭৫, BA	“	৩,৫৫,৩২৪/-	২৫-৮১-০৩, ২০১৯-২০
মোট টাকা =					৩৮,৪৬,৩৭০/-	

এসএওসিএল এর ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই চেক বিভিন্ন ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠান এর নামে ইস্যুও অন্য ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংক হতে উত্তোলন এর বিবরণী :

ক্রমিক	চেক নং	ভাউচার/বিলে যার নাম	চেক ইস্যু রেজিস্টারে যার নাম	ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তির নাম	টাকার পরিমাণ	বিবরণ	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৮
১	২৮০৩১৫	জিপি গ্রোবালএ্যাপ্যাকটি লিঃ.	জিপি গ্রোবালএ্যাপ্যাকটি লিঃ.	আব্দুল্লাহ আল মামুন	৫,০০,০০০	লুব বেইজ এল/সি	
২	২৩৮৬১৪৭	"	'	আবু রেজা মাইনুল হক	১০,০০,০০০	'	
৩	২৩৮৬১৪৮	"	'	"	১০,০০,০০০	'	
৪	২৩৮৬১৪৯	"	'	"	১০,০০,০০০	'	
৫	২৩৮৬১৫০	"	'	"	১০,০০,০০০	'	
৬	১২৩১৩৮৭	"	"	মোহাম্মদ মাহমুদুল হক	৯,৯৮,০০০	'	
৭	১২৩১৩৮৮	"		"	৯,৯৬,৭০০	'	
৮	১২৩১৩৮৯	"		"	৯,৯৪,০০০	'	
৯	১২৩১৩৮৬	"		আবু রেজা মাইনুল হক	৯,৮৬,০০০	'	
১০	১২৩১৪৯১	"		"	৯,৮৯,০০০	'	
১১	১২৩১৪৯২	"		"	৮,৪৩,০০০	'	
১২	১২৩১৪৯৩	"		"	৬,২৭,০০০	'	
১৩	১২৩১৪৯৪	"		"	৫,৫৫,০০০	'	
১৪	১২৩১৪৯৬	"		মোহাম্মদ মাহমুদুল হক	৯,৭৭,০০০	'	
১৫	১২৩১৪৯৭	"		"	৯,৬২,০০০	'	
১৬	১২৩১৪৯৮	"		"	৪৮,২০০	'	
১৭	২৩৮৬১০৮	"		আবু রেজা মাইনুল হক	১৫,০০,০০০	'	
১৮	২৩৮৬১০৯	"		"	১৫,০০,০০০	'	

ক্রমিক	চেক নং	ভাউচার/বিলে যার নাম	চেক ইস্যু রেজিস্টারে যার নাম	ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তির নাম	টাকার পরিমাণ	বিবরণ	মন্তব্য
১৯	২৩৮৬১১০	"		"	১০,০০,০০০	'	
২০	২৩৮৬১১৬	"		আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৫,০০,০০০	'	
২১	২৩৮৬১১৭	"		"	১৫,৯০,০০০	'	
২২	২৩৮৬১১৮	"		"	১৬,৪৮,০০০	'	
২৩	২৩৮৬১১৯	"		"	১৩,৯৫,০০০	'	
২৪	২৩৮৬১২০	"		"	৮,৬৭,০০০	'	
২৫	২৩৮৬১২২	"		আবু রেজা মাইনুল হক	১০,০০,০০০	'	
২৬	২৮৫০৩৩৯	স্টীড ফাস্ট ট্রেড		মদিনা	৩৬,১৩,৭৯৬	'	
২৬	২৮৫০৩৩৮	"		আজাহার টেলিকম	৪০,০০,০০০	'	
২৮	২৮৫০৩৩৭	"		গোল্ডেন সিফাত	৫০,০০,০০০	'	
২৯	২৮৫০৩২৭	"		আব্দুল্লাহ আল মামুন	১০,০০,০০০	'	
৩০	১২৩১৩৯৯	"		গোল্ডেন সিফাত	৫০,০০,০০০	'	
৩১		এনজে, ওএনজে, পিটিএল লি.		আব্দুল্লাহ আল মামুন	৩৬,৮৩,১৫৬	'	
মোট টাকা=					৪,৭৭,৭২,৮৫২/-		

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড
২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর
অনিয়মিতভাবে মামলার খরচ দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করায় সংস্থার ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	টাকা গ্রহণকারীর নাম	চেক নং	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	অমর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট)	০৪৩১৬২৫	২৫,০০,০০০	আইএফআইসি
২	"	০০০৩০১৮	৩,২০,০০০	
৩	"	০০০৩০৯৬	৪,১০,০০০	
৪	"	০০০৩১৬৭	২,২০,০০০	
৫	"	০০০৩৫৯৫	৩,০০,০০০	
		১৮৬৬২৩১	৩,০০,০০০	
৬	শুভগত চৌধুরী এ্যাডভোকেট	৩১৮৮৫১৩	৭৫,০০০	
৭	"		১,৪৩,৭৫০	
		উপমোট (চেকে প্রদান)	৪২,৬৮,৭৫০	
৮	অমর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট)	প্রতিমাসে ৪৫,০০০/- হিসেবে জানুয়ারি/২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ৪৫ মাসে নগদ প্রদান= ৪৫,০০০×৪৫=	২০,২৫,০০০	
		সর্বমোট (চেকে ও নগদ প্রদান)	৬২,৯৩,৭৫০/-	

অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ইমপেকশন করে চীন হতে ব্যবহার অনুপযোগী পাম্প ক্রয় করায় কোম্পানির ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ	কি. ওয়াট	ডেলিভারী তাং	টেস্টিং কি. ওয়াট	ট্র্যাক নং	একক পাম্প মূল্য	বাংলা টাকা	পাম্প সংখ্যা	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= ৮×৯ ×১০
১	হাইশী ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লি.	ক্কেরো রোটোরি পাম্প	Motor-55kw, Hz 50 RPM 1450- 1500	৭/০৫/১৮	90 KW	Cm-ta- ০৫-১১২২	\$১৭,৫০৫.৯৮	৮৬.৫০	৩	৪৫,৪২,৮০২/-
২	হাইশী ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লি.	সেনট্রিফিউ গাল পাম্প	Motor-55kw, Hz 50 RPM 1450- 1500	৭/০৫/১৮	75 kw	cm-ta-০৫- ১১৪৭	\$১১,২৩৩.২৯	৮৬.৫০	২	১৯,৪৩,৩৫৯/-
মোট টাকা =										৬৪,৮৬,১৬১/-
কথায় : চৌষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত একষট্টি টাকা।										

অনুচ্ছেদ : ১৬ এর সারাংশ

পরিশিষ্ট নং	কাজের নাম	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১২ (১)	সীতাকুন্ড ৫ তলা অফিস বিল্ডিং এর সিভিল কাজ।	১২,১৪,৫৭০/-	
১২ (২)	প্রধান অফিস গুপ্তখোলা পতেঙ্গার ওয়ারহাউজ শেড এর সিভিল কাজ।	৭,৯৮,৯৬১/-	
১২ (৩)	মংলা ৬ তলা ভবন এবং ২ তলা ভাউচার শেড এর নির্মাণ কাজ।	৮৪,০৩,৮১২/-	
মোট =		১,০৪,১৭,৩৪৩/-	
কথায় : এক কোটি চার লক্ষ সতেরো হাজার তিনশত তেতাল্লিশ টাকা।			

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড
২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর
পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক দরে কার্য সম্পাদন করায় কোম্পানির ক্ষতির বিবরণী :

কার্যাদেশ এর ক্র. নং	ঠিকাদারের নাম	কাজের নাম	বিবরণ	কোয়ানটিটি	ইউনিট	ওয়ার্ক অর্ডার রেইট	পিডব্লিউডি রেইট	পার্থক্য	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত বৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ =৭-৮	১০=৯×৫	
৫	মেসার্স স্টিল মার্ক বিল্ডিংস	সীতাকুন্ড ৫তলা অফিস বিল্ডিং এর সিভিল কাজ	সেন্ড ফিলিং ফাউন্ডেশন অন এফ এম ০.৫ টু ০.৮ ইন ১৫০ এএম ।	২২০	cum	১১৫০	৬৩৫	৫১৫	১,১৩,৩০০	৮৬%
৮			বোরিং/ ড্রিলিং ফর সিটু পাইল ডিপ্ত ২০ এমএম এন্ড ৫০০ এমএম ডায়া মিটার ৬ মি. লং ।	৩৯৮	rm	৮২০	৫০৬	৩১৪	১,২৪,৯৭২	৬২%
২৩			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং ।	১২৫	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	১,০১,৫০০	১৮৫%
২৫			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং অব ফ্রেমওয়ার্ক।	১৮০	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	১,৪৬,১৬০	১৮৫%
৩৩			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং অব ফ্রেমওয়ার্ক।	১১২	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	৯০,৯৪৪	১৮৫%
৩৫			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং অব ফ্রেমওয়ার্ক।	১০০	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	৮১,২০০	১৮৫%
৪০			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং অব ফ্রেমওয়ার্ক।	১১২	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	৯০,৯৪৪	১৮৫%
৪১			আর্থ এক্সিভেশন ।	১৯০	cum	৪০০	১৮৯	২১১	৪০,০৯০	১১২%
৪৪			সেন্ড ফিলিংপ্লিস্ট্রি সেন্ড হেভিং এফএম ০.৫ টু ০.৮ ইন ১৫০ এমএম	৭০০	cum	১১৫০	৬৩৫	৫১৫	৩,৬০,৫০০	৮১%
৫১			মেকিং, ফিলিং এন্ড ফিক্সিং অব ফ্রেমওয়ার্ক।	৮০	sqm	১২৫০	৪৩৮	৮১২	৬৪,৯৬০	১৮৫%
মোট =									১২,১৪,৫৭০	

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড

২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর

পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক দরে কার্য সম্পাদন করায় সংস্থার ক্ষতির বিবরণী :

পেমেন্ট এর ক্র. নং	ঠিকাদারের নাম	কাজের নাম	বিবরণ	কোয়ানটিটি	ইউনিট	পেমেন্ট রেইট	পিডব্লিউডি রেইট	পার্থক্য	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত বৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ = ৭-৮	১০ = ৯×৫	
১	প্রতুন এসোসিয়েটস	প্রধান অফিস গুপ্তখোলা পতেঙ্গার ওয়ার হাউজ শেড এর সিভিল কাজ	এফ, টাই কলাম, আরসিসি ওয়ার্ক ১০“ হাই।	৪১৯	cft	৩৬৭.২০	১৬২.০৩	২০৫.১৭	৮৫,৯৬৬/-	১২৬%
২			গ্রিনটেল আরসিসি ওয়ার্ক।	২৩০	cft	৩৪৭.৮	১৫৯.১	১৮৮.৭	৪৩,৪০১/-	১১৯%
৩			উইন্ড গ্লাস	৪৮০	sft	৩৪৭.৮	১২৩.৪৮	২২৪.৩২	১,০৭,৬৭৩/-	১৮২%
৪			থাইফ্রেম	২৮৮	sft	৩৪৭.৮	১২৫.৪৮	২২২.৩২	৬৪,০২৮/-	১৭৭%
৫			ডব্লিউ, উইন্ডো গ্লাস	২৮৮	sft	৩৪৭.৮	১২৫.৪৮	২২২.৩২	৬৪,০২৮/-	১৭৭%
৬			প্লাসিডিং ওয়ার্ক	৯৫০০	sft	৯৪	৪৮.৩৩	৪৫.৬৭	৪,৩৩,৮৬৫/-	৯৫%
মোট									৭,৯৮,৯৬১/-	

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড
২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর

পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক দরে কার্য সম্পাদন করায় কোম্পানির ক্ষতির বিবরণী :

পেমেন্ট এর ক্র. নং	ঠিকাদারের নাম	কাজের নাম	বিবরণ	কোয়ানটিটি	ইউনিট	পেমেন্ট রেইট	পিডব্লিউডি রেইট	পার্থক্য	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত বৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ = ৭-৮	১০ = ৯×৫	
৮	স্বাই মডার্ন হোমস্ প্রাইভেট লিমিটেড	মংলা ৬ তলা ভবন এবং ২তলা ভাউচার এর নির্মাণ কাজ।	মেকিং পয়েন্ট ওয়েলডিং	১৯১৪৫০	each	৪০.৪৩	৩	৩৭.৪৩	৭১,৬৫,৯৭৩	১২৪৮%
২৪			আরসিসি ওয়ার্ক এ্যাট গ্রাউন্ড ফ্লোর।	৩৯	cum	১২২৮৪.১৬	৭৫১৭	৪৭৬৭.১৬	১,৮৫,৯১৯	৬৪%
৩৯			৩৮ এমএম থিক ওয়াল	৩০		৯০৪৪	৫৩৮৬	৩৬৫৮	১,০৯,৭৪০	৬৮%
৫০			এলুমিনিয়াম কারটেন।	১৫০	sqm	১০৪২৭.২	৪১৪৬	৬২৮১	৯,৪২,১৮০	১৫১%
মোট টাকা									৮৪,০৩,৮১২/-	

অনুচ্ছেদ নং : ১৭

পরিশিষ্ট- ১৩

এলসি এর মাধ্যমে আমদানিকৃত লিফট এর হদিস না থাকায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	সরবরাহকারী নাম	এলসি নং	লিফট এর বিবরণ	কোয়ানটিটি	ইউনিট প্রাইজ	বিনিময় হার	মূল্য টাকায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৬×৭)	৯
১	জেজিং এ্যাকসেন ইলেভেটর কোং লি.	৩০৩৮১৮০১০৩০৭	এমআর পেসেঞ্জার লিফট ১০০০ কেজি, ১.০ এম/এস, ৯/৯/৯	১	\$১৬২০০			
২	জেজিং এ্যাকসেন ইলেভেটর কোং লি.	৩০৩৮১৮০১০৩০৭	এমআরএল, পেসেঞ্জার লিফট ১০০০ কেজি , ১.০ এম/এস, ১০/১০/১০	১	\$১৭২০০			
৩	জেজিং এ্যাকসেন ইলেভেটর কোং লি.	৩০৩৮১৮০১০৩০৭	এমআরএল, পেসেঞ্জার লিফট, ৬৫০ কেজি ১.০ এম/এস, ৭/৭/৭	১	\$১৫৪০০			
মোট টাকা=					\$৪৮৮০০	৮৫.৫০ টাকা	৪১,৭২,৪০০ /-	

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যতীত নিয়োগ প্রদানজনিত অনিয়মের বিবরণী :

ক্র. ন.	নাম ও পদবি	অনিয়মের বিবরণী	
		ব্যক্তিভিত্তিক	সাধারণ
১	২	৩	৪
১	শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার (মেইনটেনেন্স)	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। ৩) ৩০ বছরের উর্ধ্বে নিয়োগ। ৪) অস্থায়ী নিয়োগের শর্ত ভঙ্গ।	১) কোনো প্রকার বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ। ২) শুধুমাত্র আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ। ৩) এলাকাভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা। জিএম মোহাম্মদ শাহেদের নিজ জেলা ফেণীর লোকদের অধিক পরিমাণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই জিএম সাহেবের আত্মীয় বলে জনশ্রুতি আছে, যা তদন্ত করলে সত্যিকতা নিরূপণ হবে। ৪) পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। ৫) বোর্ড সভায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নমুনা অনুমোদন করে সে মোতাবেক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও নিয়োগ পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়নি।
২	দুর্জয় দে, জুনিয়র অফিসার (টেকনিক্যাল)	১) আবেদনের তারিখের পূর্বেই নিয়োগ। ২) একাধিকবার ক্যাজুয়াল নিয়োগ প্রদান।	
৩	ফকরুল ইসলাম ভুইয়া অফিসার (হিসাব)	১) ৮৯ দিনের শর্ত ভঙ্গ। ২) অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজেক্টে নিয়োগ। ৩) জিএম মো : শাহেদের জেলা ফেণীর বাসিন্দা, তাঁর চাচাতো বোনের জামাই বলে মৌখিকভাবে জানা গেছে, বিষয়টি তদন্তযোগ্য।	
৪	আনোয়ার জাহিদ টেকনিক্যাল অফিসার	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরী। ২) কমিটির সুপারিশ ছাড়া শুধুমাত্র আবেদনের প্রেক্ষিতে ম্যানেজারের সুপারিশে পদোন্নতি। ৩) মেডিকেল রিপোর্টে কোলেস্টরেল এলডিএল, এইচডিএল ও টিজি রেফারেন্স ভ্যালু অপেক্ষা কম/বেশি।	
৫	প্রলয় চক্রবর্তী, সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরী। ২) অফিসের বাইরে কনসালটেন্সি করার অনুমতি প্রদান। ৩) মেডিকেল রিপোর্টে কোলেস্টরেল এলডিএল, এইচডিএল ও টিজি রেফারেন্স ভ্যালু অপেক্ষা কম/বেশি। ৪) পূর্বে যে অফিসে চাকরি করতেন, সে প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানির নির্মাণ কাজ প্রদানে ভূমিকা রেখেছেন।	

ক্র. ন.	নাম ও পদবি	অনিয়মের বিবরণী	
৬	মো: শাহদাত হোসেন জুনিয়র সেলস অফিসার	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকরি। ২) মেডিকেল রিপোর্টে কোলেস্টারল এলডিএল ও টিজি রেফারেন্স ভ্যালু অপেক্ষা বেশি।	
৭	মো: মোকাররম হোসেন	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) সরাসরি উপব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ। ৩) জিএম মো : শাহেদের জেলা ফেলীর বাসিন্দা, তাঁর ভাগিনা বলে মৌখিকভাবে জানা গেছে, বিষয়টি তদন্তযোগ্য।	
৮	মোহাম্মদ মাহমুদুল হক	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট নাই। ৩) স্থায়ীকরণের (২৯/১২/২০১০) ১ বছর পর পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য অনুরোধপত্র পাঠানো হয়েছে। ৪) পদোন্নতি কমিটি গঠন ছাড়াই সিনিয়র অফিসার, সহকারী ব্যবস্থাপক ও উপব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৫) বিধিমালা মোতাবেক ৪ বছরের পরিবর্তে ২ বছরে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।	
৯	মো: শামীম সহিদ, জুনিয়র অফিসার অপারেশন	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) বারবার অসদাচরণ করা সত্ত্বেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩) ১৯/১২/১৬ খ্রি: তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন গায়েব করা হয়েছে।	
১০	মো: আনিসুর রহমান টেকনিক্যাল অফিসার	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) সরাসরি এম-৭ গ্রেডে নিয়োগ।	
১১	আবদুল্লাহ আল মামুন অফিসার এইচআর	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ। ২) পূর্ব অভিজ্ঞতার সনদ নাই। ৩) পদবি এম-৭ কিন্তু স্যালারী এম-৭ এর।	
১২	মো : মীর হোসেন অফিসার সেলস	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে সরাসরি নিয়োগ ২) জিএম শাহেদের শ্যালক বলে জনশ্রুতি আছে।	

ক্র. ন.	নাম ও পদবি	অনিয়মের বিবরণী	
১৩	মো: সিদ্দিকুর রহমান ম্যানেজার, প্রোডাকশন এন্ড অপারেশন	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগ ২) সরাসরি উপব্যবস্থাপক পদে এম-৪ গ্রেডে নিয়োগ ৩) ২০০৪ সালেও চাকরি করেছেন। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চাকরি হতে বরখাস্ত হয়েছে। ৪) পুনরায় নিয়োগ।	
১৪	মো: আশরাফ উদ্দীন অফিস সহকারি	১) আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগ ২) অপারেটর পদ হতে অফিস সহকারি পদে পদোন্নতি। ৩) জিএম মো: শাহেদের জেলা ফেণীর বাসিন্দা, তাঁর চাচাতো ভাই বলে মৌখিকভাবে জানা গেছে, বিষয়টি তদন্তযোগ্য।	

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

পূর্ত কাজ সম্পাদন না হলেও স্কাই মডার্ন হোমস প্রাইভেট লিমিটেডকে অগ্রিম প্রদানের বিবরণী :

ক্রমিক	ঠিকাদারের নাম	কাজের নাম	ওয়ার্ক অর্ডার নং	চেক নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	স্কাই মডার্ন হোমস প্রাইভেট লি.	মংলার ৬ তলা অফিস ভবন ও ২ তলা ভাউচার শেড এর নির্মাণ কাজ ।	এসএও -২৯২ তাং ২৭/১১/২০১৮	৬১৪১২৯২, ২৭/১১/১৮	২০,০০,০০০/=	
২				৭২৪৯৭৪০, ২০/১/১৯	১৫,০০,০০০/-	
৩				৮৪৫৩২২৯, ২৬/২/১৯	২০,০০,০০০/-	
৪				৮৪৫৩০৯২, ১৩/৩/১৯	১০,০০,০০০/-	
৫				৯৮৩৪৪৬৭, ৩০/৪/১৯	৯,৪২,২৩৬/-	
৬				০৬৭২১৩৯, ২৯/৫/১৯	১২,৬০,০০০/-	
৭				০৮৮২৭৮৪, ২৭/৬/১৯	৬,০০,০০০/-	
মোট টাকা=					৯৩,০২,২৩৬/-	
কথায় : তিরানব্বই লক্ষ দুই হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা।						

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর
কোম্পানির ক্রয়কৃত জমির সরকার কর্তৃক মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে জমি ক্রয়ের বিবরণী :

ক্র. ন.	দাতার নাম	জমির শ্রেণি	সরকার কর্তৃক প্রতি শতক জমির মূল্য	ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ	মোট মূল্য	প্রতি শতক জমির পরিশোধিত ক্রয় মূল্য	মোট পরিশোধিত মূল্য	অতিরিক্ত পরিশোধিত মূল্য	মোজার নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬=৪×৫	৭	৮ =৫×৭	৯=(৮-৬)	১০	১১
১	মো. রফিকুল ইসলাম	পুকুর [সহকারী কমিশনার (ভূমি) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম অনুযায়ী]	৫০,৩৩৬/- (সীতাকুন্ড সাব রেজিস্টার অফিসের ২০১৭-১৮ এর রেইট সিডিউল অনুযায়ী)	৩৭২.৫০ শতাংশ	১,৮৭,৫০,১৬০/-	৩,৬৫,০০০/-	১৩,৫৯,৬২,৫০০/-	১১,৭২,১২,৩৪০/-	নয়াখালী	আর এস ২৩৭ নং খতিয়ানের আর এস ১৬৭২ নং দাগের সামিল। পি. এস ২৪২/২৩৭নং খতিয়ানের পি.এস ১৬৭২ নং দাগের সামিল মূল বি. এস ১৬৫২ নং খতিয়ান তথা হইতে সৃজিত বি. এস নামজারী ও জমাভাগ ৫১৫৪ ও ৫২১৯ নং খতিয়ানের বি.এস ১৮৪৭ নং দাগের
							মোট=	১১,৭২,১২,৩৪০/-		
ট্যাক্স ৪%, রেজিস্ট্রেশন ফি ২%, স্ট্যাম্প খরচ ৩%, স্থানীয় সরকার ফি ৩% সহ মোট ১২% রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ায় ক্ষতি						১১,৭২,১২,৩৪০×১২%=		১,৪০,৬৫,৪৮০/-		
মোট ক্ষতি								১৩,১২,৭৭,৮২০/-		
কথায় : তেরো কোটি বারো লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশত বিশ টাকা।										

অনুচ্ছেদ : ২১ এর সারাংশ

পরিশিষ্ট নং	কাজের নাম	টাকার পরিমাণ
১৭ (১)	পাম্প হাউজের আরসিসি কাজে অতিরিক্ত খরচ	১০,৮৪,০৫৯/-
১৭ (২)	একই স্থানে একই নির্মাণ কাজ দু'বার করায় খরচ	৬৩,১৮,৮৪০/-
মোট =		৭৪,০২,৮৯৯/-
কথায় : চুয়াত্তর লক্ষ দুই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা।		

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড
২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর

ভুল Drawing and Design করে একই কাজ দুইবার করায় পাম্প হাউজের আরসিসি কাজে অতিরিক্ত খরচের বিবরণী :

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ	ইউনিট	রেইট	টাকা	মন্তব্য
১	আর্থ ওয়ার্ক এক্সিভেশন	৫৭.৮২	Cum	২০১.০০	১১৬২১.৮২	
২	ওয়ান লেয়ার ব্রিকফ্লাট সোলিং	৩৭.৯১	Sqm	৪৪৬.৮৮	১৬৯৪১.২২	
৩	সেন্ড কমপেকশন আন্ডার দি অল বেইজ	২৩.১৩	Cum	৭৬০.৩২	১৫৫০৪.৫০	
৪	বেইজ সটার ফিটিং ফিক্সিং রিনোভিং	২০.২০	Sqm	৪২৫.৬০	১৯৭৪৩.৫৮	
৫	আরসিসি কাস্টিং এ্যাট বেইজ	৬.৪০	Cum	১২৯৩১.৫২	৭০৪৩৫.১৮	
৬	সর্ট কলাম সাটারিং	১৮.০২	Sqm	৪৪৩৪.১১	৭৮২৩.৪৫	
৭	সর্ট কলাম কাস্টিং আপ বটম জিবি	১.৪০	Cum	১৩১৫৮.৪৮	১৮৪২১.৮৭	
৮	রিইনফোর্সমেন্ট ওয়ার্ক এ্যাট বেইজ + সর্ট কলাম	১১৫৬	Kg	৮৭.২৫	১০০৮৬১.০০	
৯	সেন্ড ফিলিং ফাউন্ডেশন	৫১.৬১	Cum	৬৭০.৩২	৩৫১০৪.৩৫	
১০	লে- আউট এন্ড মার্কিং ফর আর্থ ওয়ার্কস	১০২.০৪	Sqm	১৫.৯৬	১৬২৮.৫৫	
১১	আর্থ ওয়ার্কস	২১.০৪৫	Cum	২০১.০০	৪২৩০.০৪	
১২	সেন্ড কমপেকশন ইন এ ফাউন্ডেশন	৮৭.৪৩	Cum	৬৭০.৩২	৫৮৬০৬.০৭	
১৩	গ্রেড বিম এন্ড সর্ট কলাম	৪০.৫৫	Sqm	৪০৪.৩২	১৬৩৯৫.১৭	
১৪	গ্রেড বিম এন্ড সর্ট কলাম আরসিসি কাস্টিং আরসিসি কাস্টিং	৫.৮৬	Cum	১৩১৫৮.৪৮	৭৭১০৮.৬৯	
১৫	রিইনফোর্সমেন্ট গ্রেড বিম এন্ড সর্ট কলাম ওয়ার্ক	১০৯৬.৫১	Kg	৮৭.২৫	৯৫৬৭০.৪৯	
১৬	১০ ইঞ্চি ব্রিক ওয়ার্কস	১৪.২২	Cum	৭২০২.১৫	১০২৪১৪.৯০	
১৭	গ্রাউন্ড ফ্লোর কাস্টিং	১৭.১০	Cum	১২২৮৪.১৬	২১০০৫৯.১০	
১৮	রিইনফোর্সমেন্ট ওয়ার্ক	১৭৫৮	Kg	৮৭.২৫	১৫৩৩৮৫.৫০	
১৯	ওয়ান লেয়ার ব্রিকফ্লাট সোলিং	১০৭.৮১	Sqm	৪৪৬.৮৮	৪৮১৭৮.১৩	
২০	পলিথিন লেইং	১০৭.৮১	Sqm	২১.৫০	২৩১৭.৯২	
২১	উডেন সাটার	৭.৪৪	Sqm	৪২৫.৬০	৩১৬৬.৪৬	
২২	প্লাস্টার ওয়ার্ক	৫৯.৫৩	Sqm	২৪২.৫৯	১৪৪৪১.৩৮	
মোট টাকা =					১০,৮৪,০৫৯.০৪	

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক কোম্পানি লিমিটেড

২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর

একই স্থানে একই নির্মাণ কাজ দু'বার করায় এবং শেষোক্ত নির্মাণ কাজে অতিরিক্ত পরিশোধজনিত কারণে ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	ঠিকাদারের নাম	কাজের নাম	ওয়ার্ক অর্ডার নং ও তারিখ	ওয়ার্ক অর্ডার মূল্য	ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স টেক ইঞ্জিনিয়ারিং	প্রধান অফিস চট্টগ্রাম এর ওয়ান স্টোরেজড বয়লার রুম এর নির্মাণ কাজ।	ওয়ার্ক অর্ডার নং এসএও-০০৯ তারিখ ৩০/০৭/২০১৯	২৮,২৫,৯৯৬	২৮,২৫,৯৯৬/-
২	সিএসআই কনস্ট্রাকশন লিমিটেড	এসএওসিএল এর প্রধান ইনস্টলেশন চট্টগ্রাম এর ৩ তলা ভবনের বয়লার রুম এবং পাম্প হাউজের প্রি-ফেব্রিকেটেড ও সিভিল ওয়ার্ক এর কাজ।	ওয়ার্ক অর্ডার নং এসএও -০৩৭ তারিখ-২২/১২/২০১৯	(৩,৩১,৫৮,৮২৮) আরসিসি=২,১০,১২,৫০৮ প্রি-ফেব্রিকেটেড=১,২১,৪৬,৩২০	-
৩	স্টিল মার্ক বিল্ডিং লিমিটেড	এসএওসিএল এর প্রধান ইনস্টলেশন চট্টগ্রাম এর ৩ তলা ভবনের বয়লার রুম এবং পাম্প হাউজের প্রি-ফেব্রিকেটেড এর কাজ।	ওয়ার্ক অর্ডার নং এসএও -০০৬ তারিখ-২১/০৭/২০২০	প্রি-ফেব্রিকেটেড = ১,৫৬,৩৯,১৬৪	-
ক্রমিক ৩ -এ ক্রমিক ২ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধ ১,৫৬,৩৯,১৬৪ - ১,২১,৪৬,৩২০ =					৩৪,৯২,৮৪৮/-
সর্বমোট টাকা =					৬৩,১৮,৮৪০/-

তারিখ : ২৫/০০/২০২০ বঙ্গাব্দ
২৬/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অফিস, ঢাকা
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৭৬৯।